১১ জানুয়ারি, ২০১৩

বাংলার খেলা

বিশেষ সংখ্যা

DHFL
ST BENGAL
GOVT.
Hero
GOVT. OF WEST BENGAL

বাংলার খেলা

১১ জানুয়ারি, ২০১৩

বিশেষ সংখ্যা

WBSCS

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম | কলকাতা-৭০০ ০২১

দূরভাষ : (০০৩)২২৪৮-৩০৮৪ | ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪৮ -৫৭৭৩ | ই-মেল : banglarkhela@gmail.com

বাংলার খেলা

১১ জানুয়ারি, ২০১৩

বিশেষ সংখ্যা

₹: ২০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে মুদ্রিত

সূচি

সম্পাদকীয়		৫
বিশ্ব ফুটবলের গুরু স্বামীজি	স্বরাজ ঘোষ	৭
খেলাধুলায় ব্যর্থতার জন্য মিডিয়াও দায় এড়াতে পারে না	শ্যামসুন্দর ঘোষ	৯
জার্নেল ভারতের সর্বকালের সেরা স্টপার	চুনী গোস্বামী	১১
বর্ণময় প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত হলেন বাংলার বরেণ্য প্রবীণ ক্রীড়াবিদেরা	স্টাফ রিপোর্টার	১২
প্রতিভার সন্ধানে পাইকার অভিযান	শিখা দেব	১৭
খেলার আনন্দে মেতে উঠলো জঙ্গলমহল	নারায়ণ ঘোষাল	১৮
রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ পরিচালিত অনাবাসিক জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির (২০১২—২০১৩)		১৯
দায়িত্ব কার ?	নিজস্ব প্রতিনিধি	২৭
রাজযোগ	ব্রহ্মকুমারী শ্রেয়সী	২৮
এক নজরে		২৯
টোটাল ফুটবলের জনক হল্যান্ডের গুরুশিষ্যের যুগলবন্দী	জি সি দাস	৩০
বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী সমিতি		৩১

বাংলার খেলা

সম্পাদকীয়

অচলায়তনের রাহুমুক্তি ঘটেছে অবশেষে। বাংলার মাটিতে হয়েছে পালাবদল। মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই বাংলায়, মানুষের উজাড় করা আশীর্বাদ নিয়ে। ক্রীড়ামন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে বাংলার ক্রীড়াপ্রেমী সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সঙ্গে মা-মাটি-মানুষের মুল কাণ্ডারী শ্রদ্ধেয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁরই নির্দেশে এবং বিশেষ ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। কারণ, শ্রদ্ধেয়া মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছেন খেলাধুলায় বাংলার অতীত গৌরবময় ভূমিকা পুনরায় ফিরে আসুক। বিশেষকরে গত দুই দশকে সর্বভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে বাংলা যেখানে ক্রমশ পিছু হটেছে। ঐতিহ্য এবং সম্মানে খেলাধুলার ক্ষেত্রে বাংলা সবার শীর্ষে অবস্থান করুক, এই প্রতিজ্ঞায় আমরা এগিয়ে চলেছি।

মা-মাটি-মানুষ সরকারের মুল কাণ্ডারি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বাংলার খেলার উন্নয়নের লক্ষ্যে, তিনি বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করছেন। গ্রাম-মফঃস্বল শহরের ছেলেদের খেলাধুলায় নিয়োজিত বেশকিছু ক্লাব সংগঠনগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষনা করেছিলেন, বলেছিলেন খেলোয়াড় তৈরীর জন্য এইসব খেলাধুলায় নিবেদিত সংগঠনের ভালো কাজের জন্য আরও অর্থসাহায্য করা হবে। সর্বভারতীয় স্তরে বাংলার তিনটি ক্লাব ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং—প্রত্যেকটিকেই এককোটি টাকা অর্থসাহায্য দেওয়ার ঘোষনা করেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী তার কথা রেখেছেন। প্রতিশ্রুত এই ঘোষনার সফল রূপায়ন হয়েছে। এবং পুনরায় ক্লাবগুলিকে ভালো কাজের পুরস্কার হিসাবে আরও অনুদান দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৬১৪টি নতুন ক্লাব সংগঠনকে দুই লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান এবং প্রথম পর্যায়ে সাহায্যপ্রাপ্ত ক্লাবগুলির মধ্যে ৭৮১টি ক্লাবকে আবার একলক্ষ টাকার চেক আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে ১১ জানুয়ারী ২০১৩।

শ্রদ্ধেয়া মুখ্যমন্ত্রীর এই আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। আমার শুধু অনুরোধ, এই কাজে সফল হওয়ার জন্যে, আপনারা সবাই মিলে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সাধ্যমত সহায়তা করুন। তাহলেই শ্রদ্ধেয়া মুখ্যমন্ত্রীর দেখা স্বপ্নের সাফল্য আসবেই আসবে।

সর্বভারতীয়স্তরে ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় বাংলার গরিমা আজ পশ্চাৎমুখী। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। বাংলার অগ্রণী ভূমিকা আজ অস্তমিত প্রায়। ব্যর্থতার এক রাশ লজ্জায় নিজেকে লুকিয়ে রাখা। হতাশার কালো মেঘ সরিয়ে আলোর সন্ধানে এগিয়ে যেতে হবে।

এই সংকল্প নিয়ে যাত্রা পথে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছি আমরা। ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে বিশাল কর্ম-যজ্ঞের আয়োজন শুরু হয়েছে—খেলোয়াড়, ক্লাব কর্মকর্তা, ক্রীড়া প্রশিক্ষকবৃন্দ এবং স্বেচ্ছায় এগিয়ে নিজেকে সংযুক্ত হয়েছেন ক্রীড়াপ্রেমী সাধারণ মানুষ।

সঙ্গে রয়েছে রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ এবং রাজ্য ক্রীড়াদপ্তরের সকলে। রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদের যুগ্ম সচিব অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কোর কমিটির চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর ঘোষ (ক্রীড়া সাংবাদিক), ভাইস-চেয়ারম্যান প্রাক্তন খেলোয়াড় গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি ও রুম্পটন দত্ত এবং কমিটির অন্যান্য সদস্য সুকুমার সমাজপতি, শ্যাম থাপা, কার্তিক শেঠ, সোমা বিশ্বাস, দোলা ব্যানার্জি, সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপধ্যায়, তাপস রায় (বিধায়ক) এবং আরও অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন খেলার সার্বিক উন্নয়নের এই কাজের মধ্যে। চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন দিকে। বিভিন্ন জেলায় প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে নিয়মিত সরেজমিন করছেন। প্রশিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। তাঁক্ষদৃষ্টিতে শিবিরগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখছেন। শিবিরগুলিতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সবরকম সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য একটাই আগামীদিনে বাংলার নাম খেলাধুলার বিভিন্ন বিভাগে সবার আগে থাকবে।

শুধু শহরাঞ্চলে নয়, সমতলে নয়, পাহাড়-সাগর-জঙ্গল মহলের সীমানায় ছড়িয়ে থাকা প্রতিটি জেলাতেই এই শিবির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে।

এরই মধ্যে জঙ্গলমহলে লালগড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফুটবল প্রদর্শনী ম্যাচ। ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়াম নতুন করে সাজিয়ে তুলে সেখানে হয়েছে মহিলা ফুটবল এবং ইস্টবেঙ্গল জুনিয়র দলের প্রদর্শনী ম্যাচ, স্বামীবিবেকানন্দের সার্ধ-শততম বর্ষে আয়োজিত হয়েছিল 'বিবেকানন্দ' প্রীতি ম্যাচ। কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সার্ধ-শততম বর্ষে রবীন্দ্রসরোবরে চার দলীয় অনুষ্ঠ-১৬ ফুটবল প্রতিযোগিতায় আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কোচবিহারের ছোট ফুটবলারদের একটি দল আনা হয়েছিল।

বাংলার খেলার আঙ্গিনা যাঁরা আলোকিত করেছেন নিজেদের অসাধারণ দক্ষতা ও নৈপুণ্যে, প্রণম্য সেই ক্রীড়াবিদদের কথা ইতিহাসে চিরকালের জন্য লেখা থাকবে। বাংলার মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধায় স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করবে তাঁদের গৌরবগাঁথা। প্রবীণ এবং সম্মানীয় ক্রীড়াবিদগণ বাংলাকে গর্বিত করেছেন। আমরা গর্বিত হয়েছি তাঁদের গরিমা-আলোকে।

দ্যুতিমান প্রবীণ তারকা খেলোয়াড়দের রাজ্য ক্রীড়াদপ্তর একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্বর্ধনাজ্ঞাপন করেছিল। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আশি বছর, মধ্য আশির এবং নব্বই করে ছুঁয়ে যাওয়া বরেণ্য এবং কৃতিদের সম্মান এবং শ্রদ্ধায় বরণ করে নেওয়া হয়। মোট ২৬ জন প্রবীণ খেলোয়াড়দের উত্তরীয়, স্মারক এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা চেক তুলে দেওয়া হয়েছে তাদের হাতে। এই অনুষ্ঠানে ক্রীড়াদপ্তর আরও সম্বর্ধনা দিয়েছিল। আগামীদিনে তারকা হয়ে ওঠার অপেক্ষায় থাকা নবীন খেলোয়াড়েরা সেদিন সম্বর্ধিত হয়েছিল। রাজ্য ও জাতীয় স্তরে খেলায় পারদর্শিতার জন্য মোট ৩৭১ জন ছেলে-মেয়েদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। ভবিষ্যতে এইভাবে আরও অনেক সংখ্যক খেলোয়াড়দের মধ্যে এই আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়ার আশা রাখছি।

দাবা খেলায় বিশ্বজয়ের কারিগর বিশ্বনাথন আনন্দ-কে আমরা বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছি। এই রাজ্যে বহু কৃতি দাবা খেলোয়াড় রয়েছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে বাংলার গৌরববৃদ্ধি করেছেন। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে সেদিনের ভীড়ে ঠাসা অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথন-কে উত্তরীয়, স্মারক, এবং পাঁচ লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সহকারী বাংলার সূর্যশেখর গাঙ্গুলীকে অন্যান্য স্মারকসহ এক লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হয়। দেশের মধ্যে দ্বিতীয় রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সম্মান জানানোর অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

এখানে নূতন একটি প্রকল্পের কথা অবশ্যই বলা দরকার। পঞ্চায়েত খেল ক্রীড়া অভিযান সংক্ষেপে 'পাইকা'। মূলতঃ গ্রামীন পর্যায়ে আরও ব্যাপকভাবে ছেলে-মেয়েদের খেলার মধ্যে নিয়ে আসাই এর মূল উদ্দেশ্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এই খেলাধূলার মধ্য দিয়ে আগামীদিনে অনেক কৃতি খেলোয়াড় খুঁজে নেওয়া যাবে। সকলের মধ্যে খেলার আগ্রহ তৈরী করা এবং ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি অনেক আগেই শুরু হয়েছে এই প্রকল্পের। মহকুমা, পঞ্চায়েত, জেলা, এবং রাজ্যস্তরে অনেকগুলি খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে প্রশিক্ষণজনের ব্যবস্থা। আগামী দিনে 'পাইকা' আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে মনে করি।

শেষ কথায় আরও একবার বলছি যে, খেলাধূলায় এই রাজ্যের অতীত সুনাম ফিরিয়ে আনতে আমরা বদ্ধপরিকর। বাংলার মানুষের হৃদয়ভরা আশীর্বাদে বাংলা পুনরায় গরিমাময় হয়ে উঠবে। সোনার কাঠির ছোঁয়ায় সেই সুদিন অপেক্ষায়, রাজ্যের সমস্ত মানুষদের সঙ্গে আমিও রইলাম।

কলকাতা
১১.০১.২০১৩

মদন মিত্র
ক্রীড়া ও পরিবহণ মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার
চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ

বিশ্ব ফুটবলের গুরু স্বামীজি

স্বরাজ ঘোষ

স্বামীজি ক্রিকেট যে খেলেছেন তার প্রমাণ আমরা পাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে। তিনি বলতেন—নরেন শুধু কেষ্ট কেষ্টই করে না, চাঁদনীতে গিয়ে ক্রিকেটও খেলে। কিন্তু ফুটবল যে খেলেছেন, একথা আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু তিনি ফুটবল খেলার যে অমূল্য ও চিরন্তন বাণী দিয়ে গেছেন, তাতেই মনে হয় তিনি নিশ্চয়ই ফুটবল খেলেছেন ও উপলব্ধি শক্তি এবং দার্শনিক শক্তির প্রভাবেই তিনি বলেছিলেন—কেষ্ট কেষ্ট করে কী হবে ফুটবল খেল। আর ফুটবলের যে সারা কথা—স্টপ নট্, টিল ইউ রিচ দ্য গোল। এ-কথা তিনি প্রায় শত বছর আগেই বলে গেছেন, এমনকি শত বছর করে বিশ্ব ফুটবল ও ভারতীয় সমাজের রূপ ও চরিত্র কী হবে তাও বলে গেছেন—আজি হতে শতবর্ষ পরে দেখিতেছি, ভারতের সমুদয় সামাজিকতা বিনাশ হইবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য হবে পূজার উপকরণ। আর মানবাত্মা হইবে তাহার বলি। আজ সেই কথা প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করছি। এবার আসি স্বামীজির ফুটবল মন্ত্রে।

তিনি বলতেন, গোলে না পৌঁছানো অবধি থামবে না। আর বলতেন, কাপুরুষতা দূর করো। সাহসী ও বীর্যবান হও। আর ঘোর বিপর্যয়ের সময় থিঙ্ক নট থ্রু ইউর ব্রেন, বাট থ্রু ইওর নার্ভস। এন্ড ব্রিঙ্ক ডাউন ইওর আইডিয়াস থ্রু ইওর নার্ভস। এন্ড বি সেচুরেটেড উইথ ইওর আইডিয়াস। অর্থাৎ মস্তিষ্কের দ্বারা চিন্তা করবে না। শিরা-উপশিরা দিয়ে চিন্তা করবে। এবং তোমার ধারণা শিরা-উপশিরার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। এবং ভাবে তন্ময় হয়ে যাবে। যেমন, এক শিকারীর সামনে হঠাৎ এক বাঘ এসে হাজির। তার প্রথম কাজ হল, নার্ভ শক্ত রেখে ভয়কে দূরে রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে গুলি চালানো। এই মুহূর্তগুলো খেলোয়াড়দের খেলার সময়েই আসে। প্রচুর বিশ্ববরেণ্য খেলোয়াড় এই নার্ভের শিকার হয়েছেন। ধরা যাক, পেনাল্টি কিকের সময়। গত ১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকে ভারত বনাম ফ্রান্সের খেলায় ভারত ২-১ গোলে হেরেছিল। কিন্তু ভারত পেনাল্টি পেয়েছিল দু-দুটি। প্রথমটি মিস করলেন ফ্রি-কিক বিখ্যাত ও ভারতের সহ-অধিনায়ক শৈলেন মান্না। তিনি সরাসরি বারপোস্টের উপর দিয়ে মেরেছিলেন। দ্বিতীয়টি মিস করলেন, মোহনবাগান খেলোয়াড় মহাবীর। তা না হলে ভারত ৩-২ গোলে জিততে পারত। তেমনি বিশ্বকাপে ব্রেজিল দলের বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় জিকো পেনাল্টি মিস করলেন ও বিশ্বকাপ ব্রেজিলের হাতছাড়া হয়ে গেল। এই তো সেদিন, টেভিতে দেখলাম ইউরোপিয়ান কাপের ফাইনাল খেলা। রাশিয়ার নির্ভরশীল খেলোয়াড় পেনাল্টিমিস করল ও ভাগ্য চলে গেল হল্যান্ডের দিকে।

আমি এফ এ কোচিং-এ থাকাকালীন এফ এ স্টাফ কোচ ও ইংলন্ড দলের অধিনায়ক ও বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় রিলি রাইটকে প্রশ্ন করেছিলাম, বড় খেলোয়াড়ের চিহ্ন কী? তিনি বলেছিলেন, কারেক্ট সিলেকশন অ্যান্ড প্রোপারলি এক্সিকিউশন, অ্যাকর্ডিং টু সারকমস্টেন্সেস ডিউরিং ডিমান্ডিং দ্যা সিচুয়েশন অনুযায়ী যে নিখুঁতভাবে প্রযুক্ত করতে পারবে। আর স্বামীজি বলেছিলেন, ১৮৮৮ সালে। হি হু ক্যান ট্রানসফর্ম হিমসেলফ ইন ভেরিয়াস ওয়েজ অ্যাকর্ডিং টু সারকমস্টেন্সেস। হি ইজ গ্রেট ম্যান।

এ ব্যাপারে ফুটবলের 'ইমপ্রোভাইজেশন' শব্দটির ব্যাখ্যা এসে যায়। সেটা হল, পূর্ব হতে প্রস্তুত না হয়ে উপস্থিত বুদ্ধিতে প্রয়োগ করা। যেমন অতর্কিত পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক নির্বাচন ও সঠিক প্রয়োগ—তার দ্বারা মোকাবিলা করা। যেমন আর্জেন্টিনার মারাদোনা বিশ্বকাপে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে রেফারির আগোচরে হাত দিয়ে গোল করেছিলেন ও ইংলন্ডের পরাজয় হয়েছিল। এই পর্বে স্বামীজির বাণী হল, নীতি ও মানবিকতার স্থান নেই।

স্বামীজি বার বারই বলেছেন, সাধনায়ই সিদ্ধি। পাঠকবর্গের জানা আছে নিশ্চয়ই যে ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকখ্যাত হিউম্যান লোকোমোটিভ এমিল জেটোপেকের কথা। তিনি দীর্ঘপাল্লার তিনটি দৌড়ে স্বর্ণপদক পেয়ে ওই অলিম্পিকের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী বিবেচিত হয়েছিলেন। তিনিই ১৯৬৩ সালে সস্ত্রীক (ডানা জেটোপেক, তিনিও অলিম্পিকে স্বর্ণপদক বিজয়ী) কলকাতায় এসেছিলেন ও কয়েকটি ট্রেনিং দিয়েছিলেন। ওরই মধ্যে তাঁরা একদিন পানিহাটির মাঠে অর্থাৎ আমার, সনৎ শেঠ ও ব্যোমকেশ বসুর যৌবনের উপবনে আসেন এবং

দুজনেই অ্যাথলেটিক পোশাকে আমাদের সঙ্গে দৌড়ান। যাওয়ার পূর্বে ক্লাবের উদ্দেশ্যে তিনি একটি অটোগ্রাফ দিয়ে যান। তাতে লেখা আছে—প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস ইজ লারনিং এক্সামিনেশন ইজ কম্পিটিশন। অর্থাৎ সাধনা, সাধনা, সাধনা।

অনুশীলন পর্বে যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। কিন্তু প্রতিযোগিতার সময় সাধনোচিত নির্ভুল জিনিসের প্রয়োগ। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান নেই। এই পর্বে মনে পড়ে যায় উড়ন্ত শিখ মিলখা সিং-এর কথা। তিনি ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকের মূল পর্বের ঠিক কয়েকদিন আগে হেলসিঙ্কিস্থিত আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় রোম অলিম্পিকের ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাতে তাঁর একটা 'সহজ' ভাব এসেছিল ও অলিম্পিকের ফাইনাল দৌড়ে মিলখা সিং একটা পরীক্ষা অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়েছিলেন। ফল হয়েছিল, মিলখা সিং-এর চতুর্থ স্থান। স্বর্ণপদক, রৌপ্যপদক, এমনকি ব্রোঞ্জ পদকও কপালে জোটেনি। তবে চারজনই বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। এখানে বলা দরকার, যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁদের প্রথম দর্শনেই চিনতে পারেন। কাজেই যিনি প্রথম হয়েছিলেন তিনি হেলসিঙ্কিতেই মিলখা সিংকে চিনে ফেলেছিলেন। সেভাবে প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে স্বামীজি বলেছিলেন—ফার্স্ট সাইট অফ ইমপ্রেশন কামস্ ইন দ্য ফর্ম অফ ও পিকচার। তাই তো পরমপুরুষ, পরমহংসদেব স্বামীজিকে প্রথম দর্শনেই বলেছিলেন—ওরে নরেন, তোর হবে।

১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপের পর একটা রব উঠেছিল, 'টোটাল ফুটবল' সেই পর্বে হল্যাণ্ডের জোহান ক্রুইফের আত্মপ্রকাশ, পশ্চিম জার্মানির বিশ্বকাপ জয়, জার্মানির কোচ হেলমুট শ্যোনের জয়জয়কার ও বেকেনবাওয়ারের 'কাইজার' উপাধি লাভ। 'টোটাল ফুটবল' হল ওপেন ও নেকেড ফুটবল। অর্থাৎ সমস্ত খেলোয়াড়ের ক্রীড়াসত্তার মধ্যে অবাধ গতি। শতবর্ষ আগে স্বামীজি বলেছিলেন—আই অ্যাম এ টোটাল ম্যান। আই অ্যাম ইন দ্য মুন, আই অ্যাম ইন দ্য শান, আই অ্যাম ইন দ্য স্টার, আই অ্যাম এভরিহোয়ার যেমন— আই অ্যাম ইন দ্য ব্যাক, আইম অ্যান ইন দ্যা মিডফিল্ড, আই অ্যাম ইন দ্য ফরোয়ার্ডস। অ্যান্ড আই অ্যাম এভরিহোয়্যার। এখনও সেই ধরনের বিশ্বে খেলোয়াড় ও খেলা আছে। যেমন টিভিতে গত ইউরোপিয়ান কাপের ফাইনাল খেলায় হল্যাণ্ডের গুলিটকে দেখলাম। কখনও দেখলাম ইনক্রাইনেশন অর্থাৎ বিপক্ষের ডিফেন্সকে একদিকে হেলিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক গতিতে রাইট ও লেফট উইঙে যেতে, আবার স্ট্রাইকারে এসে গোল করে যেতে। আবার সেই খেলোয়াড়কেই দেখলাম, ব্যাকে গিয়ে ডিফেন্ড করতে।

ফুটবলের একটা বড় কথা হল সব সময় সজাগ ও সতর্ক থাকা। অসতর্ক মুহূর্তে কী হয়ে যেতে পারে কেউ জানে না। ছোটবেলায় শুনতাম, গোষ্ঠ পাল খুব অ্যালার্ট ও স্টেডি প্লেয়ার ছিলেন। স্বামীজি বলেছেন—সদা সর্বদা খাপখোলা তেলোয়ার হাতে নিয়ে সশস্ত্র সৈনিকের মতো সতর্ক থাকতে হয়। কখন কী হয়। তিনি একটা ঘটনা বলেছিলেন—ক্যাম্পেনবেল নামে ফ্রান্সে একটি যুদ্ধ জাহাজ ছিল। সেটা ছিল ফ্রান্সের গর্ব। অর্থাৎ সেই জাহাজটি ডুবে যাওয়া মানে ফ্রান্সই ডুবে যাওয়া। কোথা থেকে অতর্কিতে একটা গোলা এসে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল। এই পর্বে মনে পড়ে ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা। খেলা শেষ হতে চলেছে। পশ্চিম জার্মান মারাদোনার আর্জেন্টিনা দলকে ২-২ করে সমতায় নিয়ে এসেছে। চরম উত্তেজনা। কী হয়, কী হয়। খেলা তখন ডাইং মোমেন্ট।

চার-পাঁচ মিনিট বাকি শেষ হতে। ওই মুহূর্তে দূরদর্শনে দেখতে পেলাম, আর্জেন্টিনার বুরুচাগা রাইট উইং-এর জায়গায় অরক্ষিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের অবস্থা এবংসাথে দূরদর্শনের ভিতরে দেখতে পাইনি। দেখতে দেখতেই বুরুচাগার উদ্দেশ্যেই জার্মানির ভাষায় একটা স্টাইল পাস অর্থাৎ ক্রসফিল্ড স্পেস পাস। বল ধরার সঙ্গে সঙ্গেই বুরুচাগা বল নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে দৌড়ে জার্মানদের বহু মুশকিল-আসন গোলকিপার সুমাখারের ডান পাশ দিয়ে নিখুঁত শট ও গোল। আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জয়ী।

এখন অ্যাবসোলিউট অবহেলিত ও বর্জিত। আর রিলেটিভের প্রাধান্য। অর্থাৎ চিরন্তনকে অস্বীকার। আর সমকালীনের হই হুল্লোড়। কোচিং জীবনে দীর্ঘ ২৩ বছরে বহু অর্থ ব্যয় করে তিন তিনবার যথাক্রমে লন্ডন, পশ্চিম জার্মান, ইতালি, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ১৯৮৬ সালে পশ্চিম জার্মানিতে গিয়ে বিশ্বকাপের পূর্ব আবার লাইসেন্স কোর্স, চিলড্রেন্স কোর্স ও বিশ্বকাপ যোগদানকল্পে পশ্চিম জার্মানি দলের প্রস্তুতি পর্বে সরকারিভাবে যোগদান করে দলের কোচিং দেখা ও অভিজ্ঞতার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই পর্বে কয়েকটি ভালো ভালো আন্তর্জাতিক খেলাও দেখেছিলাম তাতে কী ফল হল? শূন্য! আর এই যে ফুটবলের চিরন্তন সত্য কথা লিখলাম, তারই বা কী ফল হবে? জানি, শূন্য। আমাদের কোচেরা, খেলোয়াড়েরা কতশত সিস্টেম জানে। কত রকম থিওরিও জানে। তারা অনেক অনেক বই পড়ে। অনেক রকম বড় বড় খেলার ভিডিও দেখে। আবার অনেক আন্তর্জাতিক আসরে অবতীর্ণ হয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কিন্তু দিনের পরদিন, বিশ্ব খেলার গতি ও খেলোয়াড়দের কন্ডিশন বেড়েই চলেছে, এ খেয়াল কি আমাদের জাতীয় ফুটবল সংস্থার কর্মকর্তা, জাতীয় কোচ ও খেলোয়াড়দের আছে? তাঁরা কি একবারও ভেবেছেন, তাঁদের নৈতিক ও জাতীয় কর্তব্য কী? তাঁরা কি জানেন না, যত শিক্ষাই আমরা শিশুদের দান করি তারা জাতীয় খেলোয়াড়দের খেলা দেখবে ও অনুসরণ করবে? এ কথা ইংলন্ড দলের প্রাক্তন ম্যানেজার ও বিশ্বখ্যাত কোচিং ডাইরেক্টর ওয়াল্টার উনটার বটম বলেছেন—কোচিং পদ্ধতির সবচেয়ে শক্তিশালী পদ্ধতি হল, অডিও ভিসুয়াল মেথড। অর্থাৎ যা দেখবে ও শুনবে তা অনুসরণ ও গ্রহণ করবে। এই কথা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বহু আগে বলে গেছেন—"পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল।" আর আমাদের কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয় স্বামীজি এই বাণীগুলো কাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন? তখনই স্বামীজি ও বিশ্বকবির কথা একসঙ্গে মনে এসে যায়। বিশ্বকবি, শান্তিনিকেতন থেকে শেষযাত্রার পূর্ব মুহূর্তে বলেছিলেন—আমাকে একবার দোতলার ওপরে নিয়ে চল। ভালো করে একবার শান্তিনিকেতন দেখব। উপরে উঠে তিনি চারিদিক ঘুরে-ফিরে দেখলেন ও আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, এত করলুম, এত লিখলুম, কী ফল হল? শূন্য। কিন্তু এত বছর পরে আজ বিশ্বকবির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়, কবিগুরু, তোমার ফল শূন্য হয়নি। তোমারই সঙ্গীত ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। আর তোমার সঙ্গীত ছাড়া এই দুই দেশে কোনো অনুষ্ঠান হয় না। আর স্বামীজিকে স্বামীজি, তোমার কথা বিদেশ নিয়েছে আমরা নিতে পারিনি ও বুঝিনি। তুমি একটা ভুল করে গেছ। সেটা হল, পরিষ্কার করে বলে যাওনি। স্টপ নট টিল ইউ রিচ দ্যা গোল-এর মর্মার্থ। তাইতো আমাদের খেলোয়াড়রা গোলে শট মারেন কিন্তু গোল অবধি যায় তোমারই কথায়। তুমি লিখে যাওনি, সুট অ্যাট দ্য গোল।

(প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবলার এবং কোচ স্বরাজ ঘোষ চলে গেছেন মাটির মায়া কাটিয়ে। তাঁর অপ্রকাশিত এই লেখাটিই শেষ লেখা।)

খেলাধুলায় ব্যর্থতার জন্য মিডিয়াও দায় এড়াতে পারে না

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ইডেনে পিচ নিয়ে অযথা যে বিতর্ক চলছে তাতে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হবে খেলাটা গৌণ্য। মাঠে খেলোয়াড়দের যে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে সেদিকে আমাদের যেন কোন দৃষ্টি নেই। টেলিভিশনে এখন ব্রেকিং নিউজ নিয়ে এতো চ্যানেলগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে ইডেনের কিউরেটরের প্রতিটি মুহূর্তের গতিবিধি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করা হচ্ছে। একবার বলা হচ্ছে, তিনি পদত্যাগ করেছেন। পরক্ষণেই খবর তিনি সিএবির কোষাধ্যক্ষর সঙ্গে সভাপতির বাড়িতে বিশেষ সভা করতে চলেছেন। বারো ঘন্টার মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান। নাটকের পরিসমাপ্তি শেষ পর্যন্ত ঘটল। ইডেনে আবার প্রবীর মুখোপাধ্যায়ের পদার্পণ। মুম্বাই টেস্টে ভারত যে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে সেটা আমাদের সবারই জানা। কিন্তু ব্যর্থতার পরও আমাদের খেলোয়াড়েরা কেন অনুশীলনে নামেনি এতোদিন তা নিয়ে তেমন কোন সমালোচনামূলক লেখা চোখে পড়েনি। প্রবীর মুখোপাধ্যায়ের খবরের পাশাপাশি আর একটি খবরও গত কয়েকদিন গুরুত্ব সহকারে ছাপা হচ্ছে। দেবাশিস দত্ত মোহনবাগানের কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগে দারুণ মানসিক আঘাত পেয়েছেন। আসলে খেলার মান উন্নয়ন, কিসে হয় তার চেয়ে বেশি মেতে উঠে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে। ফলে ভারতীয় ফুটবলে আমাদের অবস্থান ফিফার বিচারে ১৬৮ তম।

ফিফার এবার নিউজ ম্যাগাজিনে ফুটবলের উন্নতির জন্য কি কি করণীয় এবং ভারতের ফুটবলের উন্নতির দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে এ নিয়ে দুটি লেখা বেরিয়েছে। ভেবেছিলাম এশিয় ফুটবলে কেন আমরা এত পিছিয়ে তা নিয়ে কিছু লেখা থাকবে। এশিয়া ফুটবলে ভারতের অবস্থান এখন এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। যাতে আমরা ২০১৫ এশিয়া কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক খেলার সুযোগ পাচ্ছি না। অস্ট্রেলিয়াতে বসছে ২০১৫ এ এফ পি কাপ প্রতিযোগিতা। যে ক্রীড়াসূচী রচিত হয়েছে তাতে এশিয় র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ২০ টি দল অংশ নিচ্ছে। ভারত সেই গ্রুপ প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পায়নি। যে গ্রুপ তৈরি হয়েছে তাতে 'ক' বিভাগে রয়েছে জর্ডন, সিরিয়া, ওমান, সিঙ্গাপুর। 'খ' গ্রুপে রয়েছে ইরান, কোয়েত, থাইল্যান্ড ও লেবানন। 'গ' গ্রুপে রয়েছে ইরাক, চিন, সৌদিআরব ও ইন্দোনেশিয়া। 'ঘ' গ্রুপে রয়েছে কাতার, বাহারিন, ইয়েমেন ও মালয়েশিয়া। 'ঙ' গ্রুপে উজবেকিস্তান, ইউএই, ভিয়েতনাম ও হংকং। এই ২০টি দেশের মধ্যে গ্রুপ পর্যায়ের খেলার পর মোট ১১টি দেশ অস্ট্রেলিয়ায় মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা লাভ করবে। বাকি পাঁচটি দলের মধ্যে সরাসরি খেলার সুযোগ পাচ্ছে দোহাতে ২০১১ এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন জাপান, রানার্স ও উদ্যোক্তা দেশ অস্ট্রেলিয়া, তৃতীয় স্থানাধিকারী দক্ষিণ কোরিয়া ও ২০১২ এএফপি চ্যালেঞ্জ কাপ বিজয়ী উত্তর কোরিয়া। বাকি একটি দেশের খেলার যে সুযোগ সেটা নির্ভর করছে ২০১৪ এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে বিজয়ী দলের। ভারতকে এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে খেলতে হবে। এএফসি'র সদস্য দেশগুলির মধ্যে প্রথম ২০টি দেশকে একভাবে বিচার করা হয়েছে। বাকি ২০টি দেশ এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে অংশ নেবে। যার মধ্যে একটি দল মূলপর্বে খেলবে। আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা যতই প্রচার করার চেষ্টা করুক না কেন ভারত আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার সুযোগ পাবে, বাস্তবে আমরা তার ধারেকাছেও নেই। এশিয় ফুটবল কনফেডারেশনের বিচারে ভারত প্রথম শ্রেণীর ফুটবল দেশই নয়। যার ফলে ক্লাব ফুটবলে ভারতীয় দলগুলি এএফসি'র দ্বিতীয় শ্রেণীর ফুটবলে অংশ নিচ্ছে। আর সেখানে ভারতের কি অবস্থা? গত চার বছরে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান যারাই অংশ নিয়েছে (ইসটেবেঙ্গল বেশি), তারা কিন্তু নকআউট পর্যায়ে উঠতে পারেনি। এএফসি সচিব অ্যালেক্স সোসের কাছে যখনই প্রস্তাব রেখেছি ভারতকে আপনারা কেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ফুটবল দেশ হিসাবে চিহ্নিত করছেন? বিশেষ করে যেখানে কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলায় এক লক্ষ লোক খেলা দেখতে আসে তখন তাঁর বক্তব্য 'সেই খেলায় কি গুরুত্ব পাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে।'

এএফসি কাপে গতবছর ভারত মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। গ্রুপের তিনটি খেলায় ১৩ টি গোল হজম করেছিল। প্রথম খেলার অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল ৪-০ গোলে দ্বিতীয় খেলায় বাহারিনের বিরুদ্ধে পরাজিত হয় ৫-২ গোলে। গ্রুপের শেষ খেলায় দক্ষিণ কোরিয়া, ভারতের বিরুদ্ধে জিতেছিল ৪-১ গোলে। তিনটি ম্যাচে শোচনীয় ব্যর্থ হলেও ভারততো গতবার এশিয়া কাপে ১৬ তম স্থান পেয়েছিল। এবারে কেন মূল পর্বে খেলার সুযোগ পাবে না? বিষয়টি নিয়ে যাদের ভাবার কথা সেই ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কর্তারা

কিন্তু এ নিয়ে কোন প্রতিবাদ করেনি এএফসি'র কাছে। যার প্রতিবাদ করার কথা ছিল তিনি টুর্নামেন্ট কমিটির সহ সভাপতি ও ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি প্রফুল প্যাটেল। গুরুত্বপূর্ণ সভায় তিনি হাজিরই হননি। অথচ এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ যাতে ভারতে হয় তার জন্য আবেদন করেছিল ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। যেহেতু প্রফুল প্যাটেল এএফসি'র সভায় উপস্থিত ছিলেন না তাই পরবর্তী এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ মালদ্বীপে হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতকে বাতিল করা হল কেন? তার উত্তরে এএফসি'র বক্তব্য ২০০৮ এ চ্যালেঞ্জ কাপ ভারতে হয়েছিল। কিন্তু খেলার মানের উন্নতি ঘটাতে পারেনি ভারত। তাই ভারত এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে উদ্যোক্ত দেশ হওয়ার সুযোগ হারালো।

ফুটবল ক্রিকেটের পাশাপাশি দেশের অলিম্পিক সংস্থার নির্বাচন নিয়েও রীতিমতো নাটক চলছে। কমনওয়েলথ গেমসে তহবিল তছরূপ করা ব্যক্তিরাই আবার ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছে এবং ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা অনুমোদিত বিভিন্ন ফেডারেশন সেই বিষয়ে মদত দিয়ে চলেছেন আইনের চোখে অপরাধী বলে বিবেচিত ব্যক্তিদের শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে গিয়ে এমন অবস্থা হলো যে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থা ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থাকে বাতিল বলে ঘোষণা করলো। দেশের ক্রীড়াপরিকাঠামো পরিবর্তন না হলে দেশের খেলার উন্নতি ঘটবে না—কথাটা যতই বলি পাল্টা প্রশ্ন এসে যাবে মিডিয়ার ভূমিকা কি? আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা খেলার চেয়ে খেলার গল্প লেখাটাই হচ্ছে প্রথম এবং প্রধান কাজ। অপেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা চলেছি। যার ফলে খেলাধুলার আমরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছি। ইডেনে কিউরেটারের ভূমিকা নিয়ে এখন বেশি আলোচিত হচ্ছে। অথচ বংশী মালির তত্ত্বাবধানে ইডেনের পিচে আমরা যেমন ভাল পেস বোলারের বোলিং দেখেছি তেমনি দর্শনীয় ব্যাটিংও দেখেছি। সেইসঙ্গে স্পিন বোলিংয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন দেশ বিদেশের স্পিনাররা।

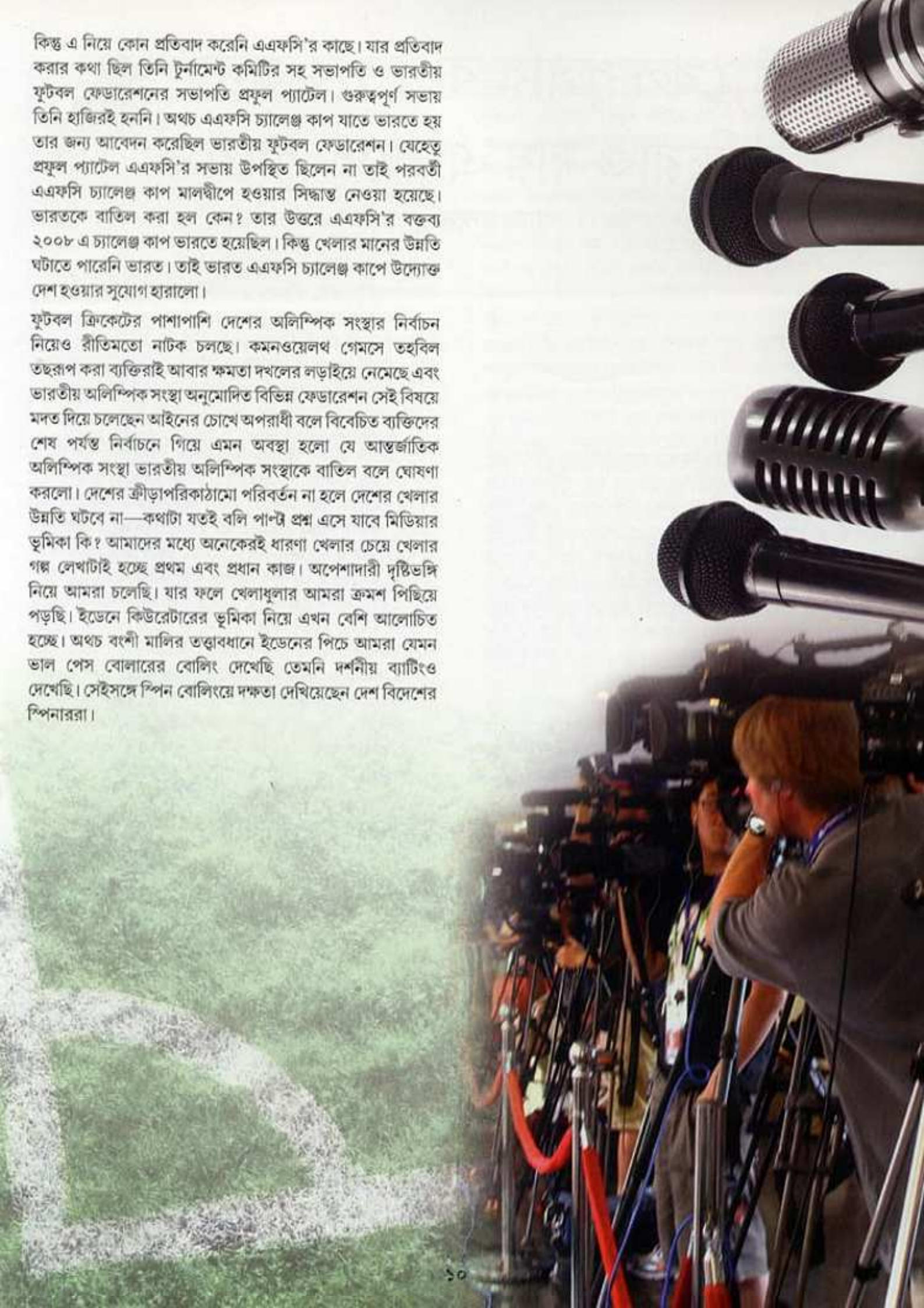

জার্নেল ভারতের সর্বকালের সেরা স্টপার

চুনী গোস্বামী

অনেকেই জানে না জার্নেল সিং ম্যাট্রিক পাশ করে '৫২ সালে খালসা কলেজে খেলত লেফট আউট পজিশনে। নিয়মিত গোলও করত। ওর বন্ধু প্রকাশ সিং খেলত সার্ভিসেস টিমে স্টপারে। প্রকাশের সঙ্গেই জার্নেল আসে কলকাতায় রাজস্থান ক্লাবে '৫৮ সালে। জার্নেলের ইচ্ছে ছিল মোহনবাগানে খেলার। শোনা কথা রাজস্থানই ওকে নিতে চাইছিল না। প্রকাশের পীড়াপীড়িতে ভালো খেললে রাখবে, এইভাবে ওর শুরু। জার্নেল শুরুতে এত ভালো খেলেছিল যে জার্নেল পাকা স্থান পেল স্টপারে। প্রকাশ গেল লেফট আউটে।

বেরিলিতে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কলকাতা-পাঞ্জাবের লড়াইয়ে জার্নেলকে টপকে আমি গোল করি। তখনই প্রথম আলাপ। তবে মাঠে বুঝেছিলাম আমাকে আটকাবার লোক এসে গেছে। আমার সৌভাগ্য এক বছর রাজস্থানে খেলেই সে চলে এল মোহনবাগানে। বন্ধুত্বের শুরু সেখানেই। আমৃত্যু এই বন্ধুত্ব অটুট ছিল। তাঁর মৃত্যু আমাকে আত্মীয়বিয়োগের বেদনায় স্তব্ধ করেছে। আমার নেতৃত্বে ভারতীয় দল এশিয়াডে সোনা জিতেছিল ফাইনালে দুর্ধর্ষ দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে। অকুতোভয় জার্নেল মাথায় ছটা সেলাই নিয়ে ফরোয়ার্ডে খেলে গোল করেছিল। প্রথম জীবনে ফরোয়ার্ডে খেলাটা ও ভোলেনি। যে কোনও পজিসনেই সে ছিল সমান দক্ষ। আমার সৌভাগ্য আমি দেশের হয়ে খেলার সময় ভারতের সর্বকালের সেরা দুই স্টপার জার্নেল এবং অরুণ ঘোষকে পাশে পেয়েছিলাম। দুজনেই আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। অরুণের পাস দেওয়ার ক্ষমতা, হেডিং অনেক ভালো ছিল। কিন্তু জার্নেল এগিয়ে থাকবে এই কারণে পুরো ম্যাচ খেলত এক গতিতে এবং চার-পাঁচজনকে একা একসঙ্গে কভার করত। দুর্দান্ত স্লাইড ট্যাকলিং এবং যে কোনও ফরোয়ার্ডের দৌড় থামাবার ক্ষমতা ওর মতো আর কারও ছিল না। সেই কারণে জার্নেল আমার মতে ভারতের সর্বকালের সেরা স্টপার। মোহনবাগান ক্লাব ছিল ওর কাছে গুরুদোয়ারার মতো। তখনকার দিনে জার্নেল ছিল 'হায়েস্ট পেড প্লেয়ার' কিন্তু কখনও টাকার প্রলোভনে দল ছাড়ার কথা ভাবেনি।

জার্নেল আমাকে একটু বেশি ভালবাসত। সব সময়েই বলত 'আগে চুনী পিছে ম্যায়'। মাঠে প্রাণ দেবে তবু হারবে না সে মোহনবাগানের খেলা হোক, বাংলার খেলা হোক অথবা ভারতের হোক। এই ডাকাবুকো লড়াকু মানসিকতার জন্যই জার্নেলকে এশিয়ান অল স্টার দলের অধিনায়ক করা হয়েছিল। আমি খুশি হতাম যদি খেলার পর জার্নেল কলকাতায় পাকাপাকি থেকে যেত। কিন্তু পাঞ্জাবে ওর দেশে চলে গেল স্বাভাবিক নিয়মেই। সুদূর কানাডায় ওর ছেলের বাড়িতে জার্নেলের জীবনাবসান হল অপ্রত্যাশিতভাবে। আমার খেলোয়াড় জীবনের সেরা বন্ধুকে হারানোর বেদনা কখনোই ভুলতে পারবো না। ওর সম্পর্কে একটা কথা না বলা অন্যায় হবে—পিছনে জার্নেল ছিল বলেই আমি চুনী গোস্বামী চুনী হতে পেরেছি।

বর্ণময় প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত হলেন বাংলার বরেণ্য প্রবীণ ক্রীড়াবিদেরা

স্টাফ রিপোর্টার

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তখন চাঁদের হাট চারিদিকে। বাংলার ক্রীড়াজগতের অন্যতম আরও একটি উজ্জ্বলদিনে লেখা হয়ে থাকলো আগামীদিনের সোনালি স্বপ্নের রূপকথা। বাংলার খেলাধূলায় অতীত গৌরবের সোনালি দিনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল আরও একবার। চিরপ্রণম্য প্রবীণ ক্রীড়াবিদদের সম্বর্ধনা জানান হল এই অনুষ্ঠানে। ক্রীড়া দপ্তরের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতীতের খ্যাতকীর্তির রূপকথার নায়কেরা। মোট ২৬জন প্রবীণ এবং ৩২৭ জন নবীণ ক্রীড়াবিদকে এই সম্মান জানানো হয়।

১।	সবিতা চ্যাটার্জি ▫ শুটিং	ওয়ার্ল্ড কম্পিটিশনে ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জাতীয় প্রতিযোগিতায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন।
২।	আমেদ খান ▫ ফুটবল	ভারতীয় দলের হয়ে ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালে অলিম্পিক ফুটবল দলের হয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৫১ সালে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন
৩।	কেশব দত্ত ▫ হকি	ভারতীয় দলের হয়ে ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের অলিম্পিকে সোনাজয়ী দলের সদস্য ছিলেন।
৪।	যশোবন্ত রাজপুত ▫ হকি	ভারতীয় দলের ১৯৪৮ এর ১৯৫২ সালে অলিম্পিকে সোনাজয়ী দলের সদস্য ছিলেন।
৫।	গোরাচাঁদ শীল ▫ ওয়াটারপোলো	১৯৪৮ সালে অলিম্পিক ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন।
৬।	ড. সুহাস চ্যাটার্জি ▫ ওয়াটারপোলো	১৯৪৮ সালে অলিম্পিক ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন
৭।	সুপ্রভাত চক্রবর্তী ▫ সাইক্লিং	১৯৫২ সালে অলিম্পিকে ভারতীয় দলের হয়ে অংশ নিয়েছিলেন।
৮।	তড়িৎ শেঠ ▫ সাইক্লিং	ভারতীয় দলের হয়ে ১৯৫২ সালে অলিম্পিকে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন।
৯।	পল্টুরায় ▫ ফুটবল	১৯৫২ সালে অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন।
১০।	শক্তি মজুমদার ▫ বক্সিং	১৯৫২ সালে অলিম্পিকে ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন।
১১।	নরেশ কুমার ▫ টেনিস	ডেভিস কাপে ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং ডেভিসকাপে ভারতীয় দলের প্রশিক্ষক ছিলেন।
১২।	সনৎ শেঠ ▫ ফুটবল	ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ১৯৫৪ সালে এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন।
১৩।	অরুণ ঘোষ ▫ ফুটবল	১৯৬০ সালে অলিম্পিকে ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৬২ জাকার্তা এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন।
১৪।	প্রশান্ত সিনহা ▫ ফুটবল	১৯৬২ জাকার্তা সোনাজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন।
১৫।	লক্ষ্মীকান্ত দাস ▫ ওয়েটলিফটিং	ভারতীয় দলের হয়ে ১৯৬০ এবং ১৯৬৪ সালে অলিম্পিকে অংশ নিয়েছিলেন ১১বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে 'অর্জুন' পেয়েছেন।
১৬।	প্রদ্যোত বর্মণ ▫ ফুটবল	১৯৬২ সালে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী দলের সদস্য ছিলেন।
১৭।	প্রণব ব্যানার্জি ▫ অ্যাথলেটিক্স	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদকজয়ী এবং ১৯৬৩-৬৭ পর্যন্ত জাতীয় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।
১৮।	ভোলানাথ গুঁই ▫ কবাডি ও ওয়েটলিফটিং	৮বার কবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ২০ বার জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন ৫বার ওয়েটলিফটিং প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ১৯৭৩ সালে 'অর্জুন' পেয়েছেন।
১৯।	ইন্দু পুরী ▫ টেবল টেনিস	৮ বার জাতীয় টেবল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।
২০।	ড. কুন্তল রায় ▫ অ্যাথলেটিক্স	দ্রোণাচার্য পুরস্কার পেয়েছেন ২০১১ সালে।
২১।	সাবির আলি ▫ ফুটবল	দ্রোণাচার্য পুরস্কার পেয়েছেন, ২০১১ সালে।
২২।	রাহুল ব্যানার্জি ▫ তীরন্দাজি	২০১২ সালে ভারতীয় অলিম্পিকদলের সদস্য ছিলেন, 'অর্জুন' পেয়েছেন ২০১১ সালে।
২৩।	রমানাথ ব্যানার্জি ▫ প্যারাঅলিম্পিক	বার্সিলোনা অলিম্পিকে ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন।
২৪।	ভরত ছেত্রী ▫ হকি	২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন।
	মরণোত্তর পুরস্কার	
২৫।	মনোতোষ রায় ▫ বডি বিল্ডিং	বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় বিশ্বশ্রী হয়েছিলেন।
২৬।	শচীন নাগ ▫ সাঁতারু	১৯৫১ সালে এশিয়ান গেমসে প্রথম ভারতীয় সাঁতারু হিসাবে সোনা জয় করেছিলেন। ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছিলেন ৪০০মিঃ ফ্রি স্টাইল ও ৩০০ মি. মেডলি রিলে প্রতিযোগিতায়। ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালে অলিম্পিকে ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন।

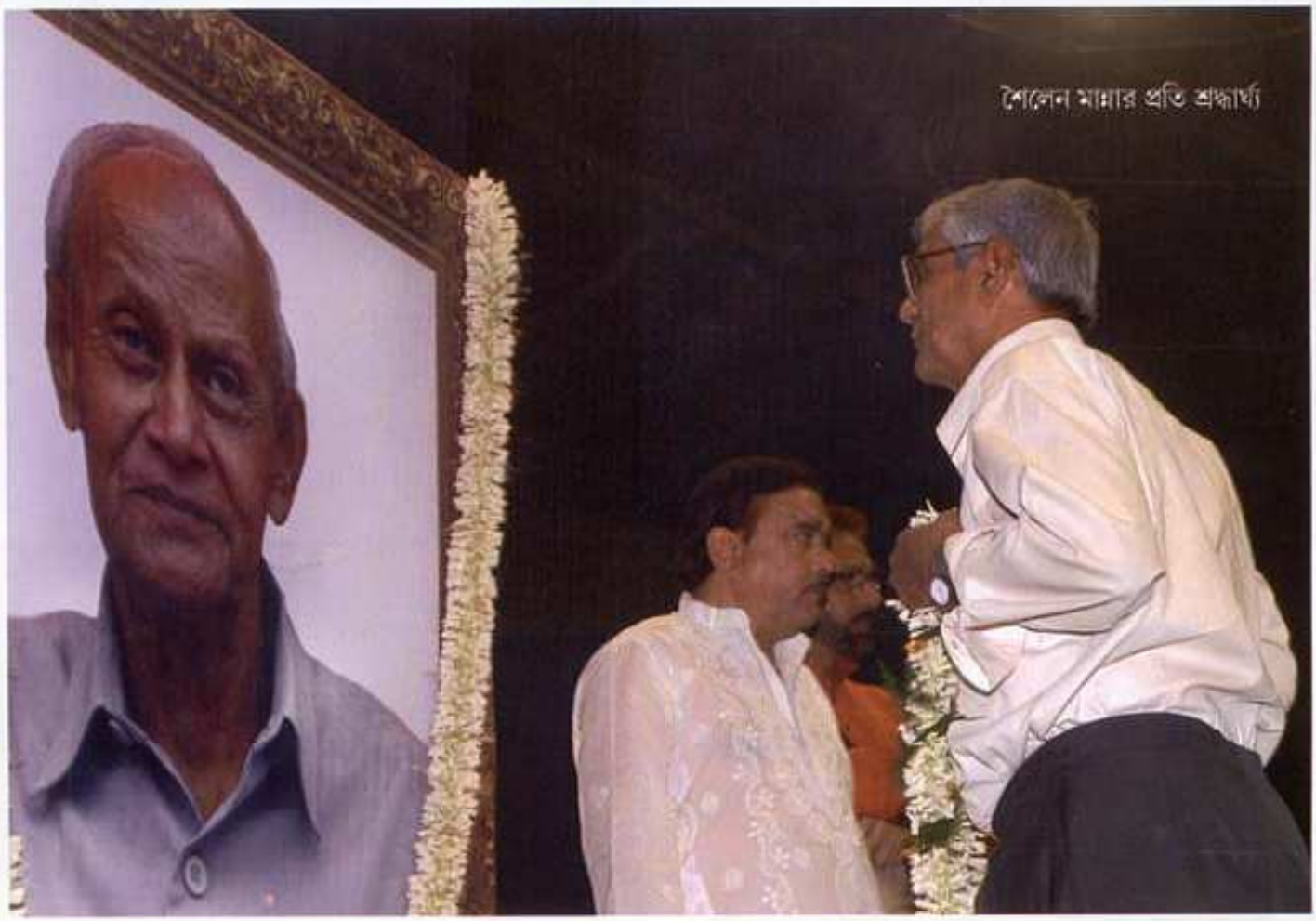

শৈলেন মান্নার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

তরুণ খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করছেন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়

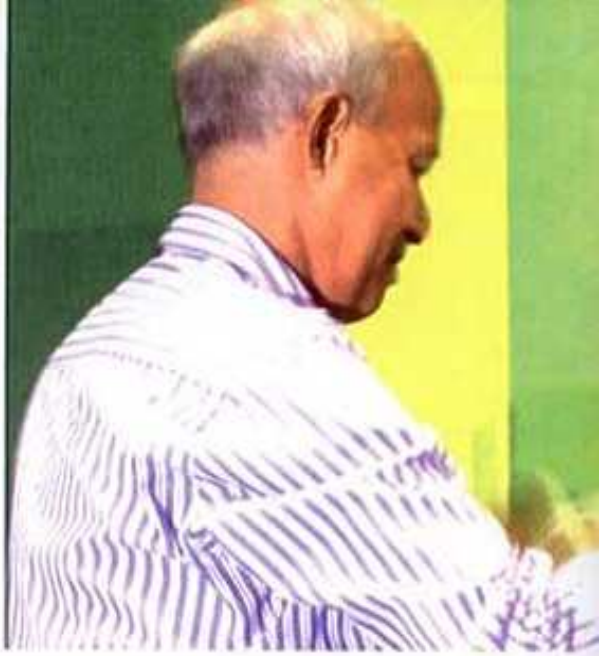

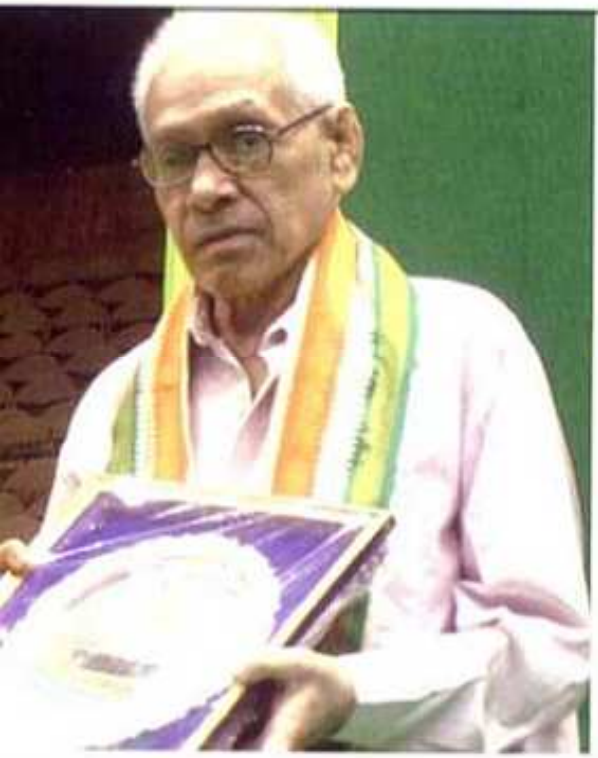

বরেণ্য ক্রীড়াবিদদের
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

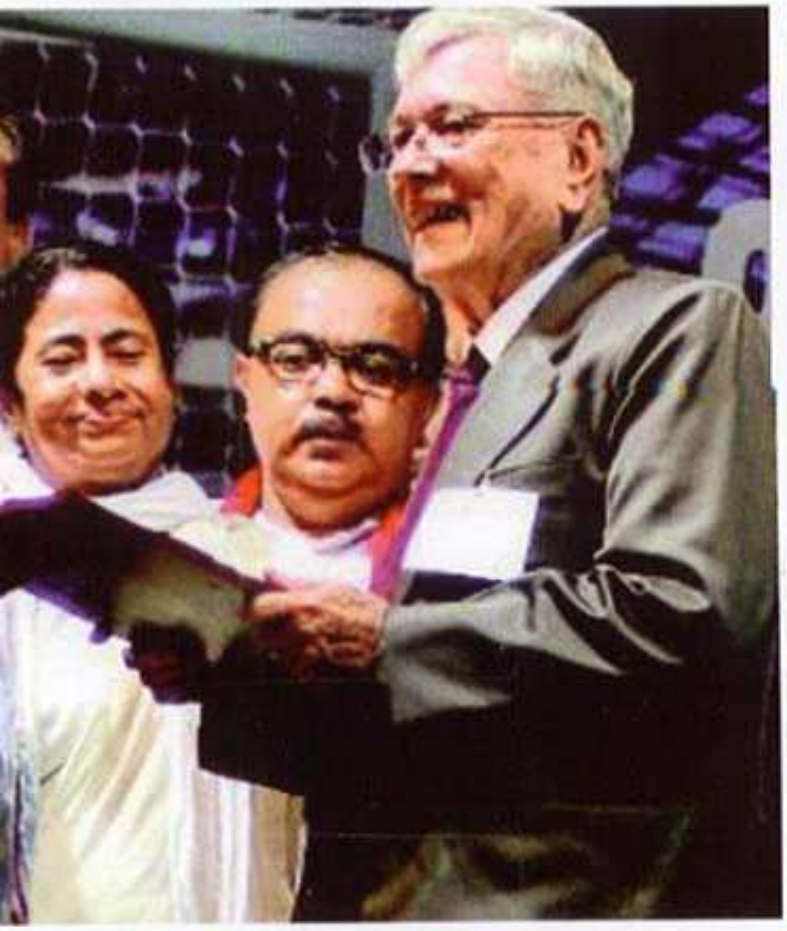

পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নিলেন লেসলি ক্লডিয়াস। রেখে গেলেন তিনটি অলিম্পিক '৪৮, '৫২, '৫৬ সোনার পদক ও একটি রুপোর পদক। বাংলার সফল এই ক্রীড়াবিদ সহজ অনাড়ম্বরভাবে জীবন কাটিয়ে গেছেন, প্রচারের আলো তাঁর ওপরে কোনদিনই পড়ে নি। বিগত সরকারের তরফে কোন সাহায্য পাননি তিনি। কোন সরকারি পুরস্কার তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। বাংলার দিক্‌পাল এই ক্রীড়াবিদকে 'বঙ্গবিভূষণে' সম্মর্ধিত করা হয়। রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ এই মানুষটির জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত সঙ্গে ছিল। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়ে বলেছেন, 'বাংলার ক্রীড়াজগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হারিয়ে গেল চিরকালের মত।'

প্রতিভার সন্ধানে পাইকার অভিযান

শিখা দেব

গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোতে আরও বেশি করে সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে পাইকার যে উদ্যোগ, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। প্রতিভার সন্ধানে ছুটে যেতে হবে গ্রাম থেকে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামে। গ্রামের মাঠ থেকে তুলে আনতে হবে আগামীদিনের তারকাদের। তাদের প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে কদর করতেই হবে। শহরের বুকে ছুটোছুটি করে উদীয়মানদের খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন কাজ। এই পঞ্চায়েত যুব খেল (পাইকা) তাদের প্রয়াসকে গ্রামের মাঠে ছড়িয়ে দিতে পরিকল্পনা নিয়েছে। সেই পরিকল্পনাকে স্বার্থকরূপ দিতে হলে অবশ্যই আরও বেশি করে তা প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সেখানে কোনও শহুরে বাতাসের দাপটের গ্রামের ছেলেমেয়েরা হারিয়ে যায় না। নিজেরা নিজেদের খুঁজে পায় নবীন আনন্দে।

পাইকার এই উদ্যোগকে সফল করবার জন্য এগিয়ে আসেন অলিম্পিক অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাস। তিনি একজন অ্যাথলিট হিসাবে ও গ্রামের মেয়ে বলে গ্রামের ছেলেমেয়েদের কোথায় ব্যথাটা সহজভাবে অনুভব করতে পেরেছেন। গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা জীবন সংগ্রামে, খেলাধুলোতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কী আকুতি! হয়ত তারা সারাদিনে সেইভাবে খাবারও খেতে পারে না। জামাকাপড় পরিধানে সেই সামর্থও নেই। তবুও সাফল্যের হাসি হাসতে ছুটে আসে মাঠে। তারা শপথ নেয় বাংলার মুখ উজ্জ্বল করতে। শুধু চায় একটু সহযোগিতা। চায় আন্তরিকতা। চায় সুযোগ। তাই তারা পাইকার অভিযানে আশার আলো দেখতে শুরু করেছে।

সম্প্রতি রাজ্য যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে হয়ে গেল সল্টলেকে সাই কম্পপ্লেক্সে চতুর্থ পঞ্চায়েত যুব ক্রীড়া খেল (পাইকা) অভিযান। প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল ৩ ডিসেম্বর থেকে। তিন দিনের অ্যাথলেটিক্সে সোমা'স স্কুল অফ্ স্পোর্টসের (নদিয়া) ব্যবস্থাপনায় তিনশো পনেরো জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। ১৮টি জেলার থেকে এই প্রতিযোগীরা এসেছিল। তাদের কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখা হয়েছিল। সবার মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সঠিক চিন্তাধারায় গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের সামনে যদি আশার আলো দেখানো এবং পাশে দাঁড়ানো যায়, তবে বাংলার ক্রীড়াঙ্গনে অবশাই সূর্যোদয় ঘটবেই।

এবারে এই প্রতিযোগিতায় বেশ উন্মাদনা চোখে পড়ল। কয়েকশো ছেলেমেয়ের অফুরান আনন্দে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে এমন আন্তরিকতায় অন্যকে স্বপ্ন দেখাতে ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই উদ্যোগকে রূপায়িত করতে যে কর্মসূচি তৈরি করা হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত বাস্তবমুখি। এই প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন অলিম্পিয়ান তিরন্দাজি দোলা ব্যানার্জি।

এবারের এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বাঁকুড়ার সঞ্জয় বাউড়ি (বালক) ও নদিয়ার অনিতা দাস (বালিকা)। দলগতভাবে বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় নদিয়া। নদিয়া জেলার এই সাফল্য অবশ্যই গৌরবের। আগামী দিনে নদিয়া সহ অন্যান্য জেলা থেকে প্রতিভাময় অ্যাথলিট উঠে আসবে, যাদের নিয়ে বাংলা গর্ব করবে। এবারে মিট রেকর্ডের ছড়াছড়ি ছিল। বালক বিভাগে মিট রেকর্ড গড়েছে সঞ্জয় বাউড়ি, শেখ সফিউদ্দিন, চন্দন পাল, তাপস রায়, আব্দুল খলিল মোল্লা ও অংশুমান তালুকদার। বালিকা কিভাবে অনিতা রায়, সীমা খাতুন, কামারুল খাতুন, বেলি ইয়াসমিন, শেফালি সরকার, আজিমা খাতুন ও পূর্ণিমা কাঞ্জি মিট রেকর্ড গড়ে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে এসেছে।

গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিতে ছুটে এসেছিলেন রাহুল ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন পোড়েল, সঞ্জয় রাই, হরিশংকর রায়, জয়ন্ত ব্যানার্জি, প্রবীর লাহিড়ী, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি, রহমতুল্লা মোল্লা ও কার্তিক শেঠরা। সব ব্যাপারটা তদারকি করেছেন সমীর বেরা ও সোমা বিশ্বাস। উদীয়মান ছেলেমেয়েদের পরিসংখ্যান ও ফলাফলের দিকে সবসময় নজর রেখেছিলেন আশিস সেনগুপ্ত, অলোক চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ ভাদুড়ি, সুধাংশু দে, কুমারকান্তি দত্ত ও সুজয় ঘোষ রায়।

গত বছরের তুলনায় এবারে এই পাইকার উদ্যোগ অনেক বেশি সাফল্য পেয়েছে এবারে। জেলাস্তরে প্রতিযোগীদের সংখ্যাও অনেক বেশি ছিল। এই ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আগামী দিনের তারকাদের চিহ্নিত করা যায়। তাদের অগ্রগতিতে পাশে থাকার উদ্যোগে পাইকার ভূমিকা এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে, তা নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

খেলার আনন্দে মেতে উঠলো জঙ্গলমহল

নারায়ণ ঘোষাল

শুরু হয়েছিল লালগড় সবুজ সংঘের লালমাটির মাঠে। কলকাতার ক্রীড়ামন্ত্রী একাদশ বনাম জঙ্গলমহল একাদশের ফুটবল খেলায় মানুষের ঢল নেমেছিল, জড়তা কাটিয়ে জীবনের স্বাভাবিক স্পন্দনে একটু একটু করে ফিরে আসার প্রাথমিক প্রয়াস ছিল। খেলার মাঠ হল মানুষের সংগে মানুষের সেতুবন্ধনে চিরাচরিত প্রথা। সেই প্রথার সার্থক রূপায়ণে ক্রীড়ামন্ত্রীর সর্বতোভাবে আন্তরিক প্রয়াসকে সমর্থন করে জঙ্গলমহলের সর্বস্তরের মানুষ ভরিয়ে দিল ঝাড়গ্রামের স্টেডিয়াম। তিলধারণের স্থান ছিল না। কলকাতা মহিলা একাদশ বনাম জংগলমহল মহিলা একাদশের প্রথম খেলা ছিল। দ্বিতীয় খেলা ছিল ইস্টবেঙ্গল জুনিয়র বনাম জঙ্গলমহল একাদশ। দুটি খেলাতেই মাঠভর্তি দর্শক খেলার আনন্দ উপভোগ করলেন। রঘুনাথপুরের হালিমা বিবি দেড়বছরের শিশুকে কোলে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ফুটবল খেলা দেখলেন। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র বিমল হাঁসদা, সঞ্জয়, রতন, সিদ্ধার্থ, চারমূর্তির গভীর বধুত্ব। একসাথে মাঠে এসেছে তারাও। ফুটবলের সঙ্গে নিজেদের আরও গভীরভাবে সম্পর্ক তৈরী করতে। নাজমা বিবি, মুস্তাফা আলি এদের মত জঙ্গলমহলের সব মানুষের একই কথা, আগে এইরকম খেলাধূলার আসর কখনো দেখতে পাওয়া যায়নি।

শাসনের আধিকারিকবৃন্দ থেকে শুরু করে ব্লকস্তর, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, এই আয়োজনে সবাই সাহায্য করেছেন যথাসাধ্য বিনয়রঞ্জন সাঁতরা, রাণা মুখার্জি, নজরুল ইসলাম— প্রতিটি নামে জংগলমহলের সমস্ত মানুষ মিশে গিয়েছেন মানুষের ভিড়ের স্রোতে। আবেগের আতিশয্যে প্রথমজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় জন ডি সে পি হেডকোয়ার্টার এবং তৃতীয়জন ইন্সপেক্টর সার্কেল অফিসার। অথচ খেলাটির মধ্যে এদের পরিচয় মানুষের সংগে মিশে যাওয়া।

ক্রিড়ামন্ত্রী তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই ধরণের খেলার আয়োজন আরও করতে চান জানিয়েছেন। সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী মানুষদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আগামীদিনের জংগলমহলে খেলাধুলার প্রসারে তাঁর আরও চিন্তাভাবনার কথা জানিয়েছেন। এস পি ভারতী ঘোষ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান চমৎকারভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। মাঠে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নমন্ত্রী ডঃ সুকুমার হাঁসদা, স্থানীয় বিধায়ক, এবং স্থানীয় বিশিষ্ট প্রাক্তন খেলোয়াড়বৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষক রঘু নন্দী, ইস্টবেঙ্গল দলের ম্যানেজার স্বপন বল, প্রশিক্ষক তরুণ দে ও রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদের সহসচিব তমাল দাস ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা একাদশ ১—০ গোলে জঙ্গগলমহল একাদশ পরাজিত করে গোলটি করেন কণিকা বর্মণ। সেরা মহিলা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন বাহা সোরেন জঙ্গলমহল একাদশের। ছেলেদের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল—৩-০ গোলে পরাজিত করে জঙ্গলমহল একাদশকে। সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন ইস্টবেঙ্গল দলের কিষাণ বাগ। খেলার শেষে পুরস্কার তুলে দেন ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র এবং পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী ডঃ সুকুমার হাঁসদা ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ পরিচালিত অনাবাসিক জেলাভিত্তিক

প্রশিক্ষণ শিবির (২০১২—২০১৩)

জলপাইগুড়ি জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
অ্যাথলেটিক্স	জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন।	স্পোর্টস কমপ্লেক্স গ্রাউন্ড	স্থানীয়
ভলিবল	মাল সাব ডিভিশন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, মালবাজার	আদর্শ বিদ্যাভবন।	সমীর রঞ্জন দাস
কবাডি	জলপাইগুড়ি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। এস. বি. আই. রোড, পো। প. স্টেশন ফালাকাটা ৭৩৫২১১	ময়রাডাঙ্গা পাঁচমাইল গ্রাউন্ড	স্নেহাশিষ ঘোষ।
ব্যাডমিন্টন	আলিপুর দুয়ার এস.ডি.এ অ্যাসোসিয়েশন	ইন্ডোর হল।	স্থানীয়
ফুটবল	ফালাকাটা টাউন ক্লাব	ক্লাব গ্রাউন্ড	বিপ্লব মজুমদার রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
খো-খো	মালবাজার সাব-ডিভিশন খো-খো অ্যাসোসিয়েশন	মালবাজার হাইস্কুল।	অনুপ চক্রবর্তী

কোচবিহার জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ফুটবল	শিকাপুর হাইস্কুল পোঃ - শিকাপুর (মাথাভাঙ্গা ব্লক)	পাইকা কেন্দ্র (স্কুল)	বিনয় বর্মণ স্থানীয়
অ্যাথলেটিক্স	ডিষ্ট্রিক্ট (স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন)	স্টেডিয়াম	স্থানীয়
ভলিবল	কর্ণমল্লী নিউ সবুজ সংঘ পো. ছোটঘাই রতিবাড়ি কর্ণমল্লী ৭৩৬১৩৫	পাইকা গ্রাউন্ড ক্লাব।	পুলক ঝা স্থানীয়
খো-খো	ডিষ্ট্রিক্ট খো-খো অ্যাসোশিয়েশন চক্রবাড়ী নব প্রগতি সংঘ কালাকান্দি, ৭৩৬১৩৫	রেলওয়ে স্টেশন গ্রাউন্ড	মৃত্যুঞ্জয় বর্মণ
কবাডি	সিতাই ব্লক অ্যাসোসিয়েশন ডিষ্ট্রিক্ট কবাডি অ্যাসোসিয়েশন। পো. সিতাই	সিতাই হাইস্কুল।	পবিত্র মহান্ত
তীরন্দাজি	ডিষ্ট্রিক আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন সুব্রত দত্ত স্টেডিয়াম, রাজবাড়ি, কমপ্লেক্স।	স্টেডিয়াম	স্থানীয়

মালদা জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
অ্যাথলেটিক্স	মালদা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল ফর স্কুল স্পোর্টস পবিত্র মার্কেট, (অতুল মার্কেট বিপরীত), ইংলিশবাজার, মালদা।	ন-ঘরিয়া হাইস্কুল, ইংলিশবাজার	পুলক ঝা স্থানীয়
কবাজি	ঐ	আব্বাসগঞ্জ হাই-মাদ্রাসা, কালিয়াচক-২	হজরল আলি স্থানীয়
ভলিবল	এনায়েতপুর ইয়ংস্টার মাণিকচক	ক্লাব হল	শম্ভুনাথ চৌধুরি স্থানীয়
টেনিস টেবিল	মালদা ক্লাব, মালদা টাউন	ক্লাব হল	সরফরাজ আহমেদ।
ফুটবল	বেবদ্রবাদ অভয় ক্লাব বৈষ্ণবনগর	ক্লাব	পল্টুদাস।

বর্ধমান জেলা—এ

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ফুটবল	বর্ধমান স্টেডিয়াম বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল ক্লাব, গন্তার।	গন্তার হাইস্কুল	সুব্রত কোনার রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ।
খো- খো	বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট খো খো অ্যাসোসিয়েশন ৪৪/১/এন, ক্ষুদিরামপল্লী বাহির সর্বমঙ্গলা পাড়া, পো. বর্ধমান ৭১৩১০১	বাবুর বাগ সি.এম.এস মেমোরিয়াল হাইস্কুল গ্রাউন্ড	স্বপনকুমার দে
অ্যাথলেটিক্স	কাটোয়া সাব-ডিভিশন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন	স্টেডিয়াম,	স্থানীয়
কবাডি	বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট কবাডি অ্যাসোসিয়েশন সংলাপ ও চৈতন্য পাঠাগার	কালনা মিদগাদ উচ্চ বিদ্যানগর	স্থানীয়

বর্ধমান জেলা—বি
আসানসোল-দুর্গাপুর

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ফুটবল	আসানসোল স্পোর্টস কাউন্সিল	সেন্ট জোশেফ এইচ. এস. (ক্যাম্প অফিস)	মৃণালকান্তি চৌধুরী রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
বাস্কেটবল	তানসেন অ্যাথলেটিক্সক্লাব, দুর্গাপুর তান সেন রোড, ৭১৩২০৫ মো. ৯৪৩৪৪৭১১৪৪	ক্লাব	স্থানীয়
বক্সিং	ডিস্ট্রিক্ট বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন প্রযত্নে-মজাশিস-ই-সিলাপ দুর্গাপুর	দুর্গাপুর	স্থানীয়
পুটিং	আসানসোল শুটিং অ্যাসোসিয়েশন	—	—

বাঁকুড়া জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ভলিবল	পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু স্কুল	স্কুল	পিনাকি প্রধান স্থানীয়
ফুটবল	মল্লভূম ফুটবল অ্যাকাদেমি (বিষ্ণুপুর) মো. ৯৪৭৪৬৮২৮৭৩	ক্লাব	প্রবীর ভট্টাচার্য রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
খো-খো	বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট খো-খো অ্যাসোসিয়েশন প্রযত্নে-মিউনিসিপ্যাল এইচ. এস. কাঞ্চন চক্রবর্তী	মিউনিসিপ্যাল এইচ. এস.গ্রাউন্ড	ডা. সন্তোষ দাস স্থানীয়
কবাডি	সরস্বতী ক্লাব, কাটজুরি ড্যাং কেন্দুয়াদিহি	—	স্থানীয়
অ্যাথলেটিক্স	অ্যাথলেটিক্স কোচিং সেন্টার	বাঁকুড়া স্টেডিয়াম	স্থানীয়

পুরুলিয়া জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ফুটবল	শিমুলিয়া অ্যাথলেটিক্স ক্লাব, পুরুলিয়া মো. ৯০০২৮৭৮২৬৪	ক্লাব	সেখ আলি হোসেন রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
টেবল টেনিস	শক্তি সংঘ, পুরুলিয়া সদর মো. ৮৯৭২৮৮০৫০০	ক্লাব হল	স্থানীয়
ভলিবল	বড়বাজার স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, পো -বড়ভূম	স্টেডিয়াম পাইকা কেন্দ্র	স্থানীয়
কবাডি	চলন্তিকা, বাঘমুন্ডি, পো. পাথরদিহি	পাইকা গ্রাউন্ড	স্থানীয়

মুর্শিদাবাদ জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
অ্যাথলেটিক্স	ইয়ংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন পোঃ - বহরমপুর উৎপল পাল, সেক্রেটারি	ক্লাব গ্রাউন্ড	প্রদীপ সরকার স্থানীয়
ভলিবল	চক-নেতাজি ক্লাব, গ্রাম-চক, গ্রাম রামনগর ব্লক-১	ক্লাব গাউন্ড	দীপঙ্কর মুখার্জি স্থানীয়
আর্চারি	মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন ৭নং এন এস রোড, বেরহামপুর	চাণক, নবগ্রাম, ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজ গ্রাউন্ড	স্থানীয়
ফুটবল	করুণাশংকর ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফুটবল আকাদেমি	ক্লাব গ্রাউন্ড	স্থানীয়
খো-খো	কান্দি বিবেকানন্দ পাঠচক্র	রসরা হাইস্কুল	স্থানীয়
সুইমিং	মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন	ক্লাব পুল	সুশীল ঘোষ রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ

নদীয়া জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
অ্যাথলেটিক্স	সোমা'জ স্কুল স্পোর্টস মণ্ডল পাকুরিয়া, দেবগ্রাম রাণাঘাট-২	ক্লাব গ্রাউন্ড	স্থানীয়
কবাডি	ডিস্ট্রিক্ট কবাডি অ্যাসোসিয়েশন চাকদহ স্টেডিয়াম পো -	ক্লাব গ্রাউন্ড	স্থানীয়
ভলিবল	ইউনাইটেড রেডস্টার ক্লাব নগেন্দ্রনগর পো কৃষ্ণনগর	ক্লাব গ্রাউন্ড	আনোয়ারউদ্দীন মণ্ডল রাজ্যক্রীড়াপর্ষদ
খো-খো	ডিস্ট্রিক্ট খো-খো অ্যাসোসিয়েশন নাসরা, রানাঘাট	কর্পাস এইচ এস খো-খো গ্রাউন্ড	স্থানীয়
ফুটবল	তেহট্ট স্পোর্টস কালচারাল অরগানাইজেশন পোঃ- তেহট্ট	তেহট্ট এইচ. এস	প্রশান্ত সিংহ রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ

হুগলি জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ভলিবল	সোমড়া বাজার ভলিবল অ্যাকাডেমি গ্রাম-সুখারিয়া, সোমড়া, বলাগড়। ৭১২১২৩	সোমড়া হাইস্কুল পাইকা কেন্দ্র	রীণা পাত্র। রাজ্যক্রীড়াপর্ষদ
খো খো	বালিয়াগ্রাম উন্নয়ন সমিতি পো বাহিরখণ্ড গ্রাম বালিয়া, প্রযত্নে-ডিস্ট্রিক্ট খো-খো অ্যাসোসিয়েশন	সমিতি গ্রাউণ্ড	সনৎ চক্রবর্তী স্থানীয়
সুইমিং	ডিস্ট্রিক্ট সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন	রিষড়া সুইমিং ক্লাব	সমীরকুমার পণ্ডিত রাজ্যক্রীড়া পর্ষদ
শুটিং	শ্রীরামপুর রাইফেল ক্লাব	ক্লাব	স্বপন সান্যাল রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
জিমন্যাস্টিক	বউবাজার ইয়ং জিমন্যাস্টিকক্লাব খলিসানি, চন্দননগর।	ক্লাব জিমন্যাসিয়াম হল	সিদ্ধার্থ অধিকারী রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
ফুটবল	বাণীচক্র ক্লাব, ব্যাণ্ডেল	ক্লাব গ্রাউন্ড রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ	অমল মোদক

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা—এ

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ফুটবল	বসন্তপুর ঝড়েশ্বর বাণীভবন উচিতপুর	স্কুল ভবন	জ্যোতিপ্রকাশ পাল রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
খো-খো	পশ্চিম মেদনিপুর ডিস্ট্রিক্ট খো খো অ্যাসোসিয়েশন, বক্সীবাজার দক্ষিণপাড়া	সদর নির্মলহৃদয় আশ্রম	তাপস দে স্থানীয়
কবাডি	পশ্চিম মেদনিপুর স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন	হোসেনাবাদ	স্থানীয়
অ্যাথলেটিক্স	অ্যাথলেটিক্স কোচিং সেন্টার নারায়ণগড়,	নারায়ণগড়	স্থানীয়
ভলিবল	শালবনী জাগরণী রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি	শালবনী স্টেডিয়াম পাইকা কেন্দ্র	স্থানীয় ডা. কৃষেন্দু প্রধান

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা—বি ঝাড়গ্রাম

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ফুটবল	সবুজ সংঘ, লালগড়	ক্লাব গ্রাউন্ড	ধনঞ্জয় রায় স্থানীয়
ভলিবল	নেতাজি ক্লাব, বড়িয়াকা, নারাগ্রাম	পাইকাসেন্টার	স্থানীয়
তীরন্দাজি	সংহতি সংঘ, পাকুড়ি	ক্লাব গ্রাউন্ড	স্থানীয়
অ্যাথলেটিক্স	সাব-ডিভিশন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অথবা সাব-ডিভিশন স্কুল অ্যাসোসিয়েশন	—	সুজাতা ভট্টাচার্য স্থানীয়

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ফুটবল	দুর্গাচক মিলন সংঘ হলদিয়া ৯৪৩৪০১৭৪৯০	ক্লাব গ্রাউন্ড হলদিয়া	সৌরেন্দ্রনাথ রায় ক্রীড়াপর্ষদ
অ্যাথলেটিক্স	বি. ফকির দাস এইচ-এস বালিঘাটা, এগরা ব্লক	পাইকা সেন্টার	স্থানীয়
কবাডি	কাঞ্চি স্পোর্টস স্কুল সার্ভিস ডিস্ট্রিক্ট কবাডি অ্যাসোসিয়েশন	স্কুল গ্রাউন্ড	স্থানীয়
ভলিবল			স্থানীয়

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
অ্যাথলেটিক্স	বিজয় মিলনীক্লাব তার পতিরাম এট্টাস,	ক্লাব গ্রাউন্ড অথবা স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স	পলাশ সরকার স্থানীয়
ভলিবল	আমরা ক- জন পোঃ- গঙ্গারামপুর	ক্লাব গ্রাউন্ড	সুরজিৎ বিশ্বাস স্থানীয়
খো-খো	ডিস্ট্রিক্ট খো-খো অ্যাসোসিয়েশন প্রযত্নে - প্রয়াস। বালুরঘাট	গাজিরপুর এইচ এস অঞ্চল গ্রাউন্ড/প্রতিরাম	সুচিস্তা ঘোষ
ফুটবল	নেতাজি স্পোটিংক্লাব, বালুরঘাট	ক্লাব গ্রাউন্ড	দেবাশিষ ঘোষ রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
টেবল টেনিস	বালুরঘাট চৌরঙ্গী ক্লাব ৯৪৩৪৯৬৪২৯২	ক্লাব হল	স্থানীয়

উত্তর দিনাজপুর জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ভলিবল	ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন রায়গঞ্জ	বিবেকানন্দ ক্লাব	স্থানীয়
ফুটবল	বীরপাড়া স্পোটিং অ্যাসোসিয়েশন রায়গঞ্জ	ক্লাব/স্টেডিয়াম	স্থানীয়
কবাডি	মধ্য দেবীনগর স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন	ডি.জি.আর এইচ ইউ.ডি	স্থানীয়
ব্যাডমিন্টন	ডিষ্ট্রিক ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন	ইন্ডোর হল	স্থানীয়
খো খো	ডিষ্ট্রিক খো-খো অ্যাসোসিয়েশন দেবীনগর রায়গঞ্জ, ৯৪৩৪০৫২৮৮৮	হেনতাবাদ	স্থানীয়
অ্যাথলেটিক্স	কামজোড় ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল অর স্কুল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন রায়গঞ্জ, কামাজোড়	কামাজোড় এইচ. এস.	স্থানীয়

শিলিগুড়ি-দার্জিলিং (বি) জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ফুটবল	শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ	স্টেডিয়াম	স্থানীয়
টেবল টেনিস	শিলিগুড়ি টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন	শিলিগুড়ি টেবল টেনিস অ্যাকাদেমি	স্থানীয়
খো-খো	শিলিগুড়ি মহকুমা খো-খো অ্যাসোসিয়েশন	রামকৃষ্ণ সে. বি.ভি. শিলিগুড়ি	নীলু দত্ত
কবাডি	ডিস্ট্রিক্ট কবাডি অ্যাসোসিয়েশন	কাশীরাম এইচ. এস	
	কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম	ফাঁসি দেওয়া	স্থানীয়
অ্যাথলেটিক্স	শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়াপরিষদ	স্টেডিয়াম	স্থানীয়
আর্চারি	আলুবাড়ি আর্চারি ক্লাব ১০২ তেনজিং নোরগে রোড দার্জিলিং ৭৩৪১০২	ক্লাব	স্থানীয়

দার্জিলিং জেলা-এ

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ফুটবল	সুকনা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস	সুকনা	স্থানীয়
হকি	ডি.পি এইচ হকি অ্যাসোসিয়েশন	সেন্ট ত্রিজা	স্থানীয়
	প্রযত্নে কে. কে. গুরুং হিমালয়া ট্র্যাভেল	এইচ. এস.	
	অ্যান্ড ট্যুরস ০৩৫৪২২৫২২৫৪	দার্জিলিং	
ব্যাডমিন্টন	জিমখানা ক্লাব অথবা হল হেডেন	ইন্ডোর হল	স্থানীয়
অ্যাথলেটিক্স	কালিংপং স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন	নীলগ্রাউন্ড	স্থানীয়
খো-খো	দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল		
	খো-খো অ্যাসোসিয়েশন। গুরুবাথান	গরুবাথান	স্থানীয়
	ব্লক, পি.ও. ফাগু কালিংপং সাব-ডিভিশন		

বীরভূম জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
বাস্কেটবল	বোলপুল টাউন ক্লাব	—	স্থানীয়
কবাডি	পারুলডাঙ্গা গীতাঞ্জলি এস পি এ	পারুলডাঙ্গা	স্থানীয়
	মিহির রায় ৯৪৩২৭১০৫২৫	এইচ এস	তাপস হাজরা
	ডিষ্ট্রিক্ট কবাডি অ্যাসোসিয়েশন		
কবাডি	রামপুরহাট এস. ডি. স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন		স্টেডিয়াম স্থানীয়
ভলিবল	মহম্মদ বাজার ব্লক	কাইজুলি	স্থানীয়
	পি এল এ আই (পাইকা)	এইচ এস	
ফুটবল	ত্রাণসমিতি; সিউড়ি	ক্লাব গ্রাউন্ড	সৈয়দ লুৎফর রহমনি রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
আর্চারি	বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন আদ্যাশক্তিসংঘ, বোলপুর ৭৩১২০৪ ৯৭৩২০৩৭৫০৫	ক্লাব গ্রাউন্ড	স্থানীয়

হাওড়া জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
ভলিবল	বাকসারা অনুশীলনচক্র	ক্লাব গ্রাউন্ড	শুক্লা বোস রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
সুইমিং	বালি গ্রামাঞ্চল ক্রীড়াসমিতি	ক্লাব গ্রাউন্ড	শুক্লা ভান্ডারি রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
টেবল টেনিস	হাওড়া স্পোর্টস ময়দান	ক্লাব গ্রাউন্ড	জয়ন্ত পুশিলাল রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
বক্সিং	হাওড়া বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন	ক্লাব গ্রাউন্ড	স্থানীয়
হকি	ডুমুরজলা হকি ট্রেনিং সেন্টার	এইচ আইটি ডুমুরজলা স্টেডিয়াম	সন্ধ্যা চক্রবর্তী রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
ফুটবল	দাসনগর যুব সংঘ	ক্লাব গ্রাউন্ড	বিশ্বপতিনাথ মিত্র রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
অ্যাথলেটিক্স	ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন	স্টেডিয়াম	স্থানীয়

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
অ্যাথলেটিক্স	ড. বি আর আম্বেদকর স্পোর্টস স্কুল কাশীপুর এ.টি.এস পো. বাণীপুর (হাবড়া)	ডিবিআরএ	সুখেন মণ্ডল
ফুটবল -১	বাঙ্গুল রেসিডেন্সিয়াল অ্যাসোসিয়েশন	বাঙ্গুর এইচ এস. গ্রাউন্ড	সমীর কুমার চক্রবর্তী রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
ফুটবল-২	সল্টলেক মিউনিসিপ্যাল	এফ.বি.এ্যাকাডেমি সেন্ট্রাল পার্ক	প্রশান্ত সিংহা রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
খো খো	অশোকনগর খো খো এ্যাকাডেমি ডিষ্ট্রিক্ট খো খো অ্যাসোসিয়েশন	স্টেডিয়াম	অঘোর দাস রাজ্যক্রীড়াপর্ষদ
ভলিবল	কমিটি সেটিং আপ দমদম স্পোর্টস কমপ্লেক্স	ক্লাবগ্রাউন্ড	কৃষ্ণা দে রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
আর্চারি	বরানগর আর্চারিক্লাব	ক্লাবগ্রাউন্ড*	গদাধর দাস।
কবাডি	ট্যাংরা কলোনি এইচ এস ০৩৫৩২১৫-২৩৬০৩৪	ভাইকা কেন্দ্র বনগাঁ	বিশ্বজিৎ দাস
জিমন্যাস্টিক	ওরিয়েন্টাল জিমন্যাসিয়াম সুখচর খড়দহ	ক্লাব গ্রাউন্ড	আরতি দাস রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
সুইমিং-১	ধামুয়া সুইমি সেন্টার অ্যাসোসিয়েশন	ক্লাবপুল	হারু ঘোষ রাজ্যক্রীড়াপর্ষদ
সুইমি-২	নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	নিমপীঠ	নেপালচন্দ্র দাস
এ্যাথলেটিক্স	সাগর সংঘ পো সীতাকুণ্ড বারুইপাড়া	ক্লাবগ্রাউন্ড	প্রণবকুমার দাস
জিমন্যাস্টিক	সোনারপুর জিমন্যাসিয়াম বারেন্দ্রপাড়া	ক্লাবগ্রাউন্ড	শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ
ভলিবল	নূরপুর সুবামা প্রভাত সমিতি গ্রাম সিমলা নূরপুর, মথুরাপুর	সাগরকৃষ্ণনগর গ্রাউন্ড	স্থানীয়
ফুটবল	ব্রতী সংঘ ক্লাব (চ্যাংড়িপোতা) সুভাষগ্রাম	ক্লাব গ্রাউন্ড	শুভাশিষপুর কায়েত রাজ্যক্রীড়াপর্ষদ
কবাডি	গোপালনগর ভ্রাতৃসংঘ	ক্লাবগ্রাউন্ড	স্বরূপ ঘোষ পাইকাস্টাফ

কলকাতা জেলা

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রস্তাবিত সংগঠনের নাম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রশিক্ষক
খো খো	সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট খো খো অ্যাসোসিয়েশন	ময়দান	বলরাম হালদার সুধাময়ী মণ্ডল রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
ফুটবল	শ্যামবাজার উত্তর প্রান্তিক ক্লাব, ১৪/এ, পালস্ট্রীট কলকাতা-৪	দেশবন্ধুপার্ক ৯৮৩১০৫৯৮৬৮	বলরাম হালদার রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
আর্চারি	কলকাতা আর্চারি ক্লাব ৫৭/এ, বি টি রোড কলকাতা	রাজবাড়ি	সুব্রত দাস রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
টেবল টেনিস	বেঙ্গল টেবিল টেনিস এ্যাসো	ওয়াই এম সি.এ	স্থানীয়
বাস্কেটবল	১৯২৩ ছাত্রসমিতি রাজা এস সি মল্লিক স্কোয়ার কলকাতা-২	ক্লাব গ্রাউন্ড	সবিতা মজুমদার রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদ
বক্সিং-১	এস. ও. পি. সি. রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলকাতা-১৩	ক্লাব রিং	স্থানীয়
বক্সিং-২	খিদিরপুর ব্যায়াম সমিতি	ক্লাব রিং	স্থানীয়
বক্সিং-৩	সাউথ ক্যালকাটা ফিজিক্যাল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন	রাসবিহারি গুরুদ্বার পার্ক রিং	স্থানীয়
রেসলিং-১	জোড়াবাগান পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতি	ক্লাব	স্থানীয়

দায়িত্ব কার?

নিজস্ব প্রতিনিধি

রবিবার যুবভারতী স্টেডিয়ামে ডার্বি ম্যাচকে ঘিরে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা শুধু অনভিপ্রেতই নয়, বিশ্বের ফুটবল দুনিয়ার কাছে প্রমাণিত হল আন্তর্জাতিক ফুটবল আসরে থেকে ভারত কতটা পিছিয়ে। দর্শকদের ছোঁড়া ইটের আঘাতে মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড় রহিম নবি আহত হওয়ায় বিরতির পর মোহনবাগান আর মাঠে নামেনি। শেষ পর্যন্ত রেফারি ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। ঢিল ছোঁড়ার আগের মুহূর্তে মোহনবাগান দলের সেরা খেলোয়াড় ওডাফা লালকার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। ওডাফার লালকার্ড দেখার মূল কারণ তিনি রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাতে গিয়ে যে ঘটনা ঘটিয়ে ছিলেন তাতে ম্যাচের দায়িত্বে থাকা বিষ্ণু চৌহান তাকে লালকার্ড দেখানোই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছেন। কলকাতা ডার্বি ম্যাচ যেদিন খেলা হয়েছে সেদিনই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও ডার্বি ম্যাচের আসর বসেছিল। সেখানেও এক খেলোয়াড় দর্শকের ছোঁড়া ঢিলে আহত হন। কিন্তু রায়ো ফ্রানিদেদ আহত হলেও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটির খেলাটা কিন্তু পুরো সময়ই অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটোই বিক্ষিপ্ত ঘটনা। কিন্তু একটি ম্যাচ পুরোপুরি সময় খেলা হলেও আরেকটিতে খেলা হয়েছে মাত্র ৪৫ মিনিট। তবে গ্যালারির উত্তেজনা কোনও সময়েই পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। যদিও খেলা দেখতে এসে পুলিশের লাঠির আঘাতে দর্শক গ্যালারিতে উপস্থিত বেশ কিছু ফুটবল অনুরাগী আহত হন।

খেলার মাঠে দর্শক হামলা নতুন ঘটনা নয়। কলকাতা ময়দানে ৫০,৬০ ও ৭০ দশকে তিন প্রধান ক্লাবের খেলায় প্রায় প্রতিদিন গ্যালারি উত্তপ্ত থাকত। পছন্দসই সিদ্ধান্ত না হলে 'ছোট দলের' খেলোয়াড়রা হামলার শিকার হতেন। বিশৃঙ্খলকারী দর্শকদের লাঠি হাতে তাড়া করাটা ছিল ঘোড়সওয়ার পুলিশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রহিম নবির ওপর জনৈক দর্শকের ঢিল ছুঁড়ে আঘাত করা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় ঘটনা। কিন্তু সেই ঘটনাকে সামনে রেখে বিরতির পর সবুজ মেরুনের খেলতে না নামা, এটা ডার্বির ইতিহাসে এক নজির হয়ে থাকবে। সৌভাগ্য, সেদিন মাঠে উপস্থিত দর্শকদের বড়সড় হামলার মুখে পড়তে হয়নি। এরজন্য প্রথমেই প্রশংসা করতে হয় দর্শকদের। গাঁটের পয়সা খরচ করে ম্যাচ দেখতে এসে বিফল মনোরথ হয়ে পুলিশের লাঠির সম্মুখীন হওয়া এটা কোনও ফুটবল অনুরাগী দেখতে চাইবে না। পুলিশের লাঠি চার্জের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেদিক দিয়ে দর্শকদের আচরণ নিঃসন্দেহে পুলিশের কাজকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছে বলা যেতে পারে। রহিম নবির আঘাত, ওডাফার মাঠের বাইরে যাওয়া এবং মোহনবাগানের ম্যাচে আর অংশ না নেওয়া, সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে মোহনবাগান এখন শাস্তির মুখে। সবুজ মেরুন কর্মকর্তারা অবশ্য তাদের মাঠত্যাগের কারণ হিসাবে আইন শৃঙ্খলার কথা তুলছেন। মোহনবাগান সচিব সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে। ফিফার আইন অনুযায়ী মাঠে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার দায়িত্ব এসে পড়ে যারা ম্যাচের উদ্যোক্তা তাদের ওপর। লালহলুদ শিবিরের বক্তব্য আইনের দিক দিয়ে, যদিও রবিবারের ম্যাচটা তাদের হোম ম্যাচ ছিল তবু আইনশৃঙ্খলার রক্ষার ব্যাপারে তাদের কোনও হাত ছিল না। আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নের ব্যাপারে রাজ্য পুলিশই শেষ কথা। যুবভারতী স্টেডিয়ামে যেখানে নিয়মিত ফুটবলের আসর বসছে সেখানে স্টেডিয়াম যাতে ঠিকভাবে চলে সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ১৯৮০ সালে ইডেন গার্ডেনে ডার্বি ম্যাচে ১৬ জন ফুটবল অনুরাগী মারা যান। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে ঘটেনি রবিবার, সেটাই স্বস্তির কথা।

রাজযোগ

ব্রহ্মকুমারী শ্রেয়সী

আত্মবিশ্বাস, মনোবল, দৃঢ়তা, সাহসিকতা, ধৈর্য, স্থৈর্য-এইতো জীবনে সাফল্য অর্জন করার মূল আধার। অথচ—আজকের এই দ্রুত গতিশীল জীবনে, যেখানে সময়ের বড়ই অভাব, সেখানে ব্যক্তিত্ব গঠনের এই দিকটা উপেক্ষা করেই আমরা বেড়ে ওঠার চেষ্টা করি, লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু এই বেড়ে ওঠার পথে, লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে, যে নানান প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে খুব কম মানুষই তা সফলভাবে অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হন। তাই তো আজ চারপাশে এত হতাশা, এত আনন্দহীনতা। জীবনের অনেকটা পথ এগিয়ে আসার পর হঠাৎ মনে হয় পথ চলার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোই সাথে নেওয়া হয়নি।

কিন্তু তাতে হার মেনে পিছু হঠার দরকার নেই, কারণ জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য, লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য যা কিছু দরকার তা কিন্তু আমাদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আমরা শুধু ফিরে তাকাইনি। আমাদের আন্তরিক সম্পদকে অনুভব করিনি। নিজের মূল্যায়ন করেছি অপরের সঙ্গে তুলনা করে। দু-চোখ ভরে বহির্জগতের সৌন্দর্য উপভোগ করেছি, অন্তর্জগতের সৌন্দর্যকে দেখিনি।

নিজেকে সঠিকভাবে জানা, উপলব্ধি করা, অন্তর্নিহিত শক্তিকে সঠিক দিশায় সঞ্চালিত করা এবং জীবনকে সুন্দর ও সফল করে তোলা—সবটুকুই খুব কম সময়ের মধ্যেই সম্ভব হয়ে ওঠে রাজযোগে। সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাঁরা এই রাজযোগের অসাধারণ ফল জীবনে অনুভব করেছেন, সৌম্যকান্তি, আন্তরিক সন্তোষ তাঁদের চেহারায় পরিস্ফুট—যা বহু মানুষকে প্রেরণা দান করে। আর সবচেয়ে উল্লেখনীয় বিষয় হল সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যাঁরা রাজযোগের নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা জীবনকে সুন্দর ভাবে গঠন করতে সফল হয়েছেন, তার প্রায় ৭০% যুবসম্প্রদায়। তার কারণ হল এর সরল পদ্ধতি এবং সুষ্ঠুতা।

জীবনে দুটি জিনিসের জ্ঞান না থাকলে জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রথমটি হল আত্মপরিচয় আর দ্বিতীয়টি জীবনচক্রের জ্ঞান। আত্মপরিচয় পেলে আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল ভীষণভাবে বেড়ে যায়। জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা সহজ হয়ে যায়। নিজেকে চিনলে আত্মবলকে উপলব্ধি করলে সব পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যাওয়া যায়। আর জীবনচক্রের জ্ঞান আমাদের নির্ণয় শক্তিকে বাড়াতে সাহায্য করে। ভালো-মন্দ বোধ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। ফলে জীবনে সঠিক পদক্ষেপ ফেলা সহজ হয়ে যায়। রাজযোগে এ দুটি বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান ছাড়াও আরও অনেক কিছু জানা যায়, যার ফলে আমাদের শুভ চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে। রাজযোগের আর এক দিক হল ধ্যান বা মেডিটেশন-যার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সবকিছু জানার সাথে সাথে উপলব্ধি করা, অনুভব করা সম্ভব হয়। কোনো কিছু জানলে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনুভূতি ছাড়া, উপলব্ধি ছাড়া জীবনে শুভ পরিবর্তন আনার দৃঢ়তা আসে না।

বর্তমান সময়ে যেখানে সবক্ষেত্রেই মানুষকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়, বিশেষভাবে যুবসমাজের সামনে যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে কোনো না কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, রাজযোগ এমনই এক দৃঢ়তা এবং চারিত্রিক বল প্রদান করে, যার দ্বারা মাথা উঁচু করে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যায়। ক্রীড়াজগতেও দেখা গেছে রাজযোগের অভ্যাসের মনকে লক্ষ্যে স্থিত রাখা, বুদ্ধির স্থিরতা এবং সব অবস্থার মধ্যে শক্তিশালী পজিটিভ চিন্তা রচনা করার শক্তি বৃদ্ধি হয় যা ক্রীড়াবিদকে লক্ষ্যপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। যে কোনো বয়সের যে কোনো ধর্মের মানুষ এই রাজযোগের অভ্যাস অতি সহজেই করতে পারেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শাখায় এই রাজযোগ কোর্স বিনামূল্যে করানো হয়।

এক নজরে

'দুরন্ত মেরি কম'

বক্সিং গ্লাভস, হেড গিয়ার চাপিয়ে রিং-এর মধ্যে যতটা আগ্রাসী মনোভাব ঠিক ততটাই নিরীহ মণিপুরি বৈষ্ণবী-মনোভাবের পরিচয়ে মেরিকম একেবারে সাদামাটা, সাধারণ পোশাকে। অফুরন্ত হাসিমুখে সলাজভাবটাই বুঝিয়ে দেয়, মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া 'সংবর্ধনা' বাংলার হৃদয়-ভরা ভালোবাসার পরে অকৃপণ রূপ। ২০০৩ সালে 'অর্জুন' হয়েছেন। 'পদ্মশ্রী' পেয়েছেন ২০০৬ সালে। 'রাজীব খেলরত্ন' ২০০৯ সালে পেয়েছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৫ বার সোনা জয় করেছেন, বিশ্বকাপে সোনা এনেছেন, ২০১২ অলিপিকে ব্রোঞ্জ নয়। সোনার মেয়ের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের তরফে উত্তরীয়, স্মারক, অন্যান্য পুরস্কার সামগ্রীর সঙ্গে দুলক্ষ অর্থমূল্যের চেক তুলে দেন তাঁর হাতে।

বিশ্বকাপজয়ী যুব ক্রিকেট দলে বাংলার দুই সদস্য রবিকান্ত এবং সন্দীপন সংবর্ধিত হলেন

চাপা টেনশন একটা ছিলই। বুঝতে না দেওয়ার চেষ্টাও ছিল। সঙ্গে ছিল প্রার্থনা। ৩ বারের 'হ্যাটট্রিক' চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আকুল প্রার্থনায় শুরু ক্রিকেটপ্রেমীরাই নয়। সারা দেশের মানুষের সঙ্গে বাংলার সমস্ত মানুষের প্রার্থনা ছিল গির্জা, মসজিদ, গুরুদ্বার, মন্দির—সর্বত্র। বাংলার দুই সন্তান রবিকান্ত এবং সন্দীপনের জন্য। তাঁদের সফল হওয়ার জন্য। সুফল মিলেছে। যুব বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারত 'হ্যাটট্রিক' জয়ের স্বাদে দূরে রইলেন না মা-মাটি-মানুষ সরকারের মূল স্থপতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চরম ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে ডেকে নিলেন দুই খেলোয়াড়কে। মহাকরণে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন উত্তরীয়, স্মারক, অন্যান্য উপহার এবং দু-লক্ষ টাকার দুটি চেক। অভিভূত রবিকান্ত সিংহ এবং সন্দীপন দাস। ফাইনালে ৫টি উইকেট নেওয়া খেলার বলটি উপহার দিলেন দুজনে মিলে। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন সেই বলটি।

লন্ডন অলিম্পিক ২০১২ অংশগ্রহণকারী বাংলার ৬ জনকে সংবর্ধনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

গত অলিম্পিকে ভারতীয় দলের মধ্যে বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনজন—সুস্মিতা সিংহ রায়, দোলা ব্যানার্জি এবং লিয়েন্ডার পেজ। এবারে লন্ডন অলিম্পিকের আসরে ভারতীয় দলে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন ছয়জন। রাহুল ব্যানার্জি, ভরত ছেত্রী, জয়দীপ কর্মকার, অঙ্কিতা দাস, লিয়েন্ডার পেজ এবং সৌম্যজিৎ ঘোষ। হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন বাংলার ভরত ছেত্রী। জয়দীপ মাত্র একচুলের জন্য পদক জয়ে ব্যর্থ হলেন। অন্যান্যদের ফলাফল ততটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। হার-জিতের নিত্তি-মাপা মানসিকতাকে দূরে সরিয়ে বাংলার ছয়জন খেলোয়াড়ের পাশে এসে উৎসাহ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামীদিনে আরও ভালভাবে নিজেদের তৈরী হওয়ার সাহস দিলেন। তুলে দিলেন তাঁদের হাতে ক্রীড়াদক্ষতার স্বীকৃতি। ৬ জনদের হাতে তুলে দিলেন স্মারক, উত্তরীয়, অন্যান্য উপহার সামগ্রী এবং প্রত্যেকের জন্য পঞ্চাশ হাজারটাকার চেক।

৩ বার নেহরু কাপ জয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের বাংলার খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

পরপর ৩বার। নেহরু গোল্ড কাপ ফুটবল ফাইনালের শেষ বাঁশি বাজাবার, সঙ্গে সঙ্গে সারা মাঠ জুড়ে আতসবাজির রোশনাই। চারিদিকে জাতীয় পতাকা নিয়ে মাতামাতি। মাঠের মধ্যে খেলোয়াড়দের প্রীতির আলিঙ্গন। মাঠের মধ্যে একতা। সংহতির ছোঁয়া স্টেডিয়ামের চারিদিকে। পিছিয়ে পড়তে পড়তে আমরা কিনা পর্যায়ক্রমে ১৬৬তম দেশ। তবু এই জয়ের স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে চেটে পুটে নিয়ে খেলাপাগল মানুষেরা। ভারতীয় দলে বাংলার ১২ জন খেলোয়াড় ছিলেন। ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র ব্যস্ততম থেকেও তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন এই জয়ে বাংলার স্বাদটুকু। মৌলালী যুব কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১২ জনকে স্মারক, উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক, অন্যান্য উপহার এবং প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার টাকা চেক দিয়ে সংবর্ধনা জানান ক্রীড়ামন্ত্রী।

বারোজন খেলোয়াড় হলেন যথাক্রমে সুব্রত পাল, নির্মল ছেত্রী, রহিম নবি, গুরবিন্দার সিং, রাজু কোয়াড় মেহতাব হোসেন, সঞ্জু প্রধান, জুয়েল রাজা, অলউইন জর্জ, রবিন সিং, মননদীপ সিং, গৌরাঙ্গি সিং।

সংবর্ধিত হলেন বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ

শততম জন্মদিনটি অতিক্রম করলেন বাঙালি আইডল বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ। বয়সের ভারে নিয়মমত শরীরচর্চার কোন সুযোগ নেই। তবু তিনি এখনো যথেষ্ট আগ্রহী শরীরচর্চার কথা বলতে। চারফুট ১০ ইঞ্চির ছোটখাটো বাঙালি সুস্থ-সবল দেহে নীরোগ থাকার কথা ভেবে শুরু করেছিলেন শরীরচর্চা। কালক্রমে ১৯৫২ সালে লন্ডনে বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় সেরার খেতাব অর্জন করে নিলেন। তাঁর গৌরবে বাঙলা তথা বাঙালিরা গর্বিত হয়েছেন। সারা জীবনে কোনো পুরস্কার জোটেনি, থেকেছেন নীরবে। পুরস্কার না জুটলেও কোনো দুঃখবোধ ছিল না। রাজ্য ক্রীড়াদপ্তর বাংলার বরেণ্য 'শতায়ু' এই প্রবীণতম ক্রীড়াবিদকে সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন করেছিল। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে সংবর্ধিত করেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র স্মারক, উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক এবং নগদ...হাজার টাকার চেক তুলে দেন তাঁর হাতে।

টোটাল ফুটবলের জনক হল্যান্ডের গুরুশিষ্যের যুগলবন্দী

জি সি দাস

লাল রং-এর ভোলভো গাড়িটি তীরবেগে ছুটে চলেছে আমস্টাডামের চওড়া রাস্তা ওভারটুম ধরে। গাড়ির চালক অ্যাকএকেলারেটরে পারে চাপে জোরে আরও জোরে দিতে থাকলেন। গাড়িও দামাল ছেলের মতন ঝড়ের গতিতে ছুটতে লাগল। চালকের মনের ভেতরেও তখন ঝড় বয়ে চলেছে। কীসের সাধনা, কিজন্যই বা দিনরাত ভাবনা চিন্তা? খেলোয়াড় হিসেবে খেলতে খেলতে ভদ্রলোক যেটা করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা কোচকেও ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু সে তখন হাসি-তামাসা আর ঠাট্টার মধ্যেই নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। আর এখন নিজে কোচ হয়েও তে চমৎকার পরিকল্পনাটি প্রকৃত ভাল ফুটবল খেলোয়াড়দের অভাবে মাঠে মারা যেতে বসেছে। এই তো আজ সকালেই ছেলেদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীল করিয়েও কোন ফল পাওয়া গেল না। সহজ জিনিসটা কেমন যে কারোর মাথায় ঢুকছে না সেটা তিনি বুঝতে পারছেন না। এমন সময় হুগেন স্ট্রীট আর ওভারটুমএর জাংশনে এসে লাল আলোর সঙ্কেত থাকায় গাড়িকে দাঁড় করাতেই হল। হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে পাশ ফিরে দেখেন, আরে ওবারকোটটা নেই যে!! এই সরেছে, ভুল করে ওভারকোটটা ড্রেসিং রুমে তিনি নিজেই ফেলে এসেছেন। আর ভুল হবে নাই বা কেন? ছেলেদের ভুল শোধরাতে শোধরাতে আর বকা ঝকা করতে করতে নিজেই ভুল করে বসেছেন। নাঃ গাড়ি ঘোরাতেই হল আবার স্টেডিয়ামের দিকে। স্টেডিয়ামে গিয়ে গাড়ি পার্কি করে ড্রেসিং রুমের দিকে চিন্তা করতে করতে মন্থরগতিতে মিশেলস এগিয়ে চলছেন। ড্রেসিং রুমে ঢুকেই তো তাঁর দুইচক্ষু ছানাবড়া!! ওদিকে ড্রেসিং রুমের পরিচারিকারও ভিরমি খাবার যোগাড় আর কি!! ব্যাপারটা হয়েছে কি ওই ক্লাবে খাবারদাবার-এর কাঁচামাল যোগাতেন যে ভদ্রলোক তিনি হঠাৎ দেহ রাখলে কর্তৃপক্ষ তাঁর স্ত্রীকে সেখানে "ক্লিনারের" কাজে নিয়োগ করে। ভদ্রমিহিলার কাজ হল প্রত্যুষে ছেলেরা মাঠে অনুশীলন করে যাবার পর জার্সি প্যান্ট মোজা ইত্যাদি বৈদ্যুতিক স্বয়ংক্রিয় ওয়াশিং মেসিনে পরিষ্কার করার পর বিরাট ড্রেসিং রুমটি ও ক্লিন করে বাড়ি ফিরে যাওয়া। স্টেডিয়ামের খুব কাছেই ভদ্রমহিলাটি থাকতেন। সেইজন্য ওঁর একমাত্র ছোট্ট ছেলেটি ও মায়ের সঙ্গে ছাড়ত না এবং রোজ ভোরবেলা মায়ের সঙ্গেই স্টেডিয়ামে চলে আসত। গরিবের ছেলেটি মাঠে বসে বসে অনুশীলন দেখত আর যখন সকলে চলে যেতেন এবং তার মা কাজ করতেন তখন সেই রোগা ছেলেটি ড্রেসিংরুমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বলগুলি নিয়ে মাঠে যে রকমটি অনুশীলন দেখত ঘরে সেইটাই অনুকরণ করতে বিরাট হলঘরে একাই বল খলত ছেলেটি। সেই সাজঘরটি তখন ছেলেটির খেলার হলঘরে পরিণত হয়ে যেত। মা অবশ্য অনেক বকাঝকা করতেন। কারণ ওইসব বলে তাবড় তাবড় বিরাট ফুটবলাররা খেলেন। তাদের ছবিও কাগজে বেরোয়। সেই বলে আর অন্য কারোর পা দিতে আছে না কি? কিন্তু কে কার কথা শোনে? ছেলে বলে যে সেও একদিন বিরাট বড় ফুটবলার হবে। তারও ছবি কাগজে বের হবে। স্নেহময়ী মা মনে মনে হাসেন। ভাবেন কে কোনদিন দেখে ফেলবেন আর এই চাকরিটাও চলে যাবে। প্রতিদিনের মতন ছেলেটি খেলেই চলেছিল। আজ সেই অশুভ ঘটনাই ঘটতে চলেছ আর কি? ভাই ভদ্রমহিলা কাঁপতে থাকেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড!! রাশভারী ম্যানেজার ইশারায় ভদ্রমহিলাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে নিজেও পাথরের মতন নিশ্চল হ'দাঁড়িয়ে গেলেন। বালকটির কিন্তু তখনও নিবিষ্ট মনে একটি বল নিয়ে একাগ্র চিত্তে কেলে চলেছে ও চলেছেই। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কোচ-কাম-ম্যানেজার ভদ্রলোকটি তখন একটি চেয়ার আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে অতি সন্তর্পণে বসে পড়লেন। বুঝুন তখন সেই ভদ্রমহিলার অবস্থা। তিনি স্থানুর মতন দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর মনে তখন ঝড় শুরু হয়ে গিয়েছে। আজও বোধ হয় এই সোনার চাকরি চলে যায় আর কি!! অন্যদিকে কোচের মনে এতক্ষণ যে ঝড় বয়ে চলেছিল আর ঘন কাল মেঘে ঢেকে গিয়েছিল সেটা আস্তে আস্তে কেটে গিয়ে আবার নতুন করে আশার আলো ফুটে উঠতে লাগল।

আজকেরই মাঠে তিনি যে নতুন ধরনের প্রতিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং নামী দামী ফুটবলাররা যেটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করেও একেবারেই রপ্ত করতে পারেন নি সেটাই এই বালক অবলীলাক্রমে চমৎকারভাবে একেবারে হুবহু নকল করেছিল। ছেলেটি নিবিষ্টমনে খেলেই চলতে লাগল। ভদ্রলোক ছেলেটির মাকে বেশ কিছুক্ষণ বাদে ইশারায় অফিস ঘরে আসতে বলে চলে গেলেন। ভদ্রমহিলা কাঁপতে কাঁপতে অফিস ঘরেরদিকে যেতে লাগলে। সেটাই এখন এই বজ্জাত ছেলের জন্য ঘটতে চলেছে। অর্থাৎ কিনা আজই চকরি চলে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ আপনারা সাসপেন্সে আছেন। হয়ত বা মনে মনে বিরক্তও হচ্ছেন। না, এবার আপনাদের উৎকণ্ঠার উপশম করাই ভাল। এরা কারা জানেন? কোচ হসেলন বিশ্ববরেণ্য রাইনুস মিশেলস, যিনি টোটাল ফুটবলের প্রবর্তক। অর এই বালকটি কে জানেন? ইনি হলেন ডাচ ফুটবল দেবতা যোহান ক্রুয়েফ।

এরপর অ্যাডাক্স আমস্টারডামের অফিসের বড় ঘরে ঝুকে মিশেলস একচোট ধমক লাগালেন ক্রুয়েফের মাকে। তিনি বলে দিলেন আর কার থেকে এখানে চাকরি করতে হবে না। ক্রুয়েপের মা ইতিমধ্যেই মানসিকভাবে তৈরি হয়েই ঘরে ঢুকেছিলেন। কিন্তু মিশেলস সে কথা এরপর বললেন তার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মিশেলস বললেন যে ফুটবলারের মাকে ঝাড়ু হাতে শোভা পায় না। এটা সকল ফুটবলারেরই অপমান। মা থাকবেন মায়ের মতন আর তাঁর স্থান সবার ওপরে। মিশেলের ব্যবস্থাপনায় তখনই ক্রুয়েফকে মাসিক প্রায় দশল

হাজার টাকা বেতনে অ্যাজাক্স আমস্টারডামে চুক্তি করা হল। ক্রুয়েফের মা কান্নায় লুটিয়ে পড়লেন। অবশ্য এ কান্না দুঃখের নয়, সুখের এব বন আনন্দের। এতদিনে রাইনুর মিশেলস-এর স্বপ্ন সার্থক হল।

তাঁর টোটাল ফুটবল স্বপ্ন থেকে বাস্তবে রূপ গেল। মিশেলস এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় অ্যাজাক্স আমস্টারডাম তথা হল্যাণ্ড দল 'টোটাল ফুটবল' খেলে সারা বিশ্বব্যাপী এক চমকের সৃষ্টি করল। এখন টোটাল ফুটবলটা কি? রাইনুস মিশেলস-এর টোটাল ফুটবলটা কি? রাইনুস মিশেলস-এর টোটাল ফুটবল খেলার সংক্ষেপে থিওরি হল :

"বিপক্ষ দলকে সব সময়েই তাদের নিজেদেরে অর্ধে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। এমনবাবে তাদের কোণঠাসা করতে হবে যেন তারা বাক্সবন্দী অবস্থায় থাকে। এরপর দলীয় সংহতি বজায় রেখে সতীর্থদের সঙ্গে ছোট ছোট মাপা পাশে অসম্ভব দ্রুতগতিতে খেলে বিপক্ষ গোলে হানা দিতে হবে। খেলার গতিকে অত্যন্ত দ্রুতলয়ে নিয়ে যাবার দুই সাইড হাফ এবং দুই উইং ফরোয়ার্ডরা কার্যকরী ভূমিকা নেবে। এরা দুরন্তগতিতে বিপক্ষের রক্ষণভাবে হানা দিয়ে তাদের ডিফেন্স তছনছ করে দেবে আর ফরোয়ার্ডরা গোল করবে।"

এইভাবে মিশেলস একে একে মনের মতন উইলিয়াম সুরবিয়ার, রুডি ক্রু, গ্যাকরি মুহরেন, জনি বেন, অ্যারি হ্যান, পিয়েট কাইজার, যোহান নিস্কেন, রেনসিনব্রিঞ্ক এবং অতি অবশ্যই অদ্বিতীয় যোগার ক্রুয়েফদের তৈরি করে আমস্টারডামের হয়ে ঘরোয়া লিগ ইউরোপীয়ান কাপ, বিশ্বক্লাব কাপ জিতলেন আর হল্যাণ্ডের হয়ে ১৯৭৪ এবং ১৯৭৮ পরপর দুবার বিশ্বকাপ হল্যাণ্ড জিততে না পারলে ফাইনালের খেলাটা তো ইতিহাসে হয়ে আছে। গুরু শিষ্য মিশেলস ও ক্রুয়েফ অনবদ্য যুগলবন্দী যুগ যুগ ধরে মানুষকে উজ্জীবিত করবে।

বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী সমিতি

সভাপতি	ঃ	অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
সহ-সভাপতি	ঃ	বাণী ঘোষ
		অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
		রামানুজ মুখোপাধ্যায়
		অসিতকুমার সাহা
		গুরবক্স সিং
		চন্দন রায়চৌধুরি
		বি. জি. মল্লিক
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	দিলীপ ভট্টাচার্য
সহ-সাধারণ সম্পাদক	ঃ	অভিজিত পালিত
		জহর দাস
		স্বপন ব্যানার্জি
		তপন বক্সি
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	কমল ভাণ্ডারি

Priya
Priya
k-sertz

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ
নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম | কলকাতা-৭০০ ০২১
দূরভাষ : (০৩৩)২২৪৮-৩০৮৪ | ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪৮-৫৭৭৩ | ই-মেল : banglarkhela@gmail.com